জ্ঞান সুধাকর

প্রথম খণ্ড।

জনাঞী বিদ্যালয়াধ্যাপক

শ্রী মধুসূদন তর্কালঙ্কার।

প্রণীত।

সন ১২৬২।

শক ১৭৭৭। ১ শ্রাবণ।

কলিকাতা।
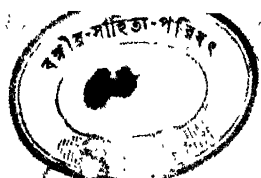
বাঙ্গাল মিলেটরি আর্ফেন যন্ত্রালয়ে এফঃ কারবারি সাহেবের

দ্বারা মুদ্রিত হইল।

অশুদ্ধ সংশোধন পত্রিকা।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	৭	সংস্কৃত	সংস্কৃত।
১	১৪	পুর্ব্বক	পুর্ব্বক।
২	৮	পুস্তক	পুস্তক।
৩	১৫	কূহরে	কুহরে।
৫	৭	নম্মদা	নর্ম্মদা।
৫	৫	জম্মদাতা	জন্মদাতা।
৯	৬	দ্ধমঃ	ক্রমঃ।
৯	২০	সমাসিন্	সমাসীন।
১০	৫	গতা	গত।
১১	৩	জম্মে	জন্মে।
১২	১৯	সমভিব্যহারে	সমভিব্যাহারে।
১৩	৯	করিরাছে	করিয়াছে।
১৫	১	দশন	দর্শন।
৩৩	১৫	বিয়য়	বিষয়।
৩৫	২০	সুদ্ধিগণ	সুধীগণ।
৩৬	১০	বিকষিত	বিকশিত।
৩৭	৬	শুদক্ষ	সুদক্ষ।
৪০	১৬	মূখোযাতি	মূর্খোযাতি।
৪০	১২	বণোপি	বর্ণোপি।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞবর মহাশয়েরা বালক শিক্ষার্থ অনেকানেক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু বালকেরা আপন মনোগত-ভাব-প্রকাশক বাক্য বিন্যাস করিয়া, অথবা নানা বিধ গদ্য রচনা প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রোক্তি প্রমাণ দ্বারা স্বকল্পিত বিষয়কে যে প্রমাণ করিতে পারেন, এমৎ শিক্ষার্থ কোন পুস্তক প্রায় প্রকাশ করেন নাই। যদিও হিতোপদেশ ও অপরাপর শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আছে তথাপি সে সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়াতে সাধারনের আশু জ্ঞান হইতে পারে না, এবং সেই সকল কেবল শ্লোক অভ্যাস করিতেও বালকদিগের মনে উত্তরোত্তর বিরক্তি জন্মে, সুতরাং বালকেরা তাহা অনায়াসে অভ্যাস করিতে সক্ষম হইতে পারেননা, কিন্তু গল্প বাক্য শ্রবণ ও গল্প রচিত পুস্তক পাঠ করিতে সকলেই পুনঃ পুনঃ ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, অতএব স্বদেশীয় বঙ্গ ভাষায় গল্প রচনা করিয়া স্থানে২ অর্থ সম্বলিত প্রসিদ্ধ শ্লোক সকল সংস্থাপন পুর্ব্বক, "জ্ঞান-সুধাকর" নামক পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, এই পুস্তক বালকেরা উত্তরোত্তর পাঠে সন্তোষিত হইয়া অনায়াসে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

এই "জ্ঞান-সুধাকর" পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, সম্প্রতি পুর্ব্ব খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। যদি সাধারণ ব্যক্তিরা অনুগ্রহ পুর্ব্বক এই পুস্তক আদ্যন্ত দৃষ্টিকরিয়া উৎসাহ প্রদানার্থ গ্রহণ করেন, তবে আমি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া পর খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশ করিতে সচেষ্টিত হইব।

আমার পরম সুহৃৎ কলিকাতা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের আদ্যন্ত দৃষ্টিকরিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক যে যে স্থানে যে যে শব্দ সংযোগের অভিলাষ করিয়াছিলেন, আমি আনন্দিত হইয়া সেই সেই শব্দ সেই সেই স্থানে সংস্থাপন করিলাম।

জনাঞী বিদ্যালয়ের অধিপতি সুনির্ম্মল মতিমান, শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশানুসারে প্রস্তুত হইয়া তাহার আনুকুল্য দ্বারা এই পুস্তক মুদ্রিত হইল ইতি।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা।

।জ্ঞান সুধাকর।

বহু-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিজয় দত্ত নামক এক নরপতি হেম-প্রভা নগরে বাস করিতেন, তিনি নৃপাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রিয়মন্ত্রি হরিদত্তের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্য সমুদায় সমাধা করিতেন, এবং ঐ মন্ত্রির অসাধারণ বিদ্যা ও অসীম বুদ্ধি দ্বারা প্রায় অনেকানেক উৎকট বিপদ হইতে উদ্ধার হইতেন; সুতরাং বিজয় দত্ত নরপতি তাঁহাকে আপন প্রিয় প্রাণের সদৃশ জ্ঞান করিতেন, হরিদত্তও নরপতির পরম স্নেহের বশীভূত হইয়া যথোচিত সাধ্যানুসারে ভূপতির উপকার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না।

একদা হরিদত্ত মহীপতির প্রাণসম প্রিয় সন্তান চন্দ্রচূড়কে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক অবলোকন করিয়া সম্রাটকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! প্রিয়তম চন্দ্র চূড়ের বিদ্যা শিক্ষ্যার কাল উপনীত হইয়াছে, অতএব শুভ সময় নিরূপণ পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করুন। রাজা রাজকার্য্যে অতি মাত্র ব্যগ্র থাকাতে সচিব বাক্য কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল না; কিন্তু মহীপতির প্রত্যুত্তর অপ্রাপ্তে হরিদত্তের অন্তঃকরণে এই বিবেচনা হইল, বুঝি রাজ্যেশ্বর আপনার প্রচুর বৈভব অবলোকন করিয়া বিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়াছেন; বোধহয় ক্লেশ-সাধিকা বিদ্যা জানিয়া চন্দ্রচূড়কে তৎ পথের পথিক করিবেন না।

এই প্রকার মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া হরিদত্ত পুনর্ব্বার করযোড় পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বিনয় পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে মহারাজ! জগদীশ্বর জগতের

যাবতীয় মনুষ্যকে চক্ষু স্বরূপ একমাত্র পরম ধন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সে মাংস ময় চক্ষু নহে, সে চক্ষু যে মনুষ্যের নাই, সেও কি পরম বিশুদ্ধ ধর্ম্ম রূপ অক্ষয় ধন দৃষ্টি করিতে পারে? ভূগর্ত্তস্থ নয়ন বিহীন কিঞ্চুলুকাদি সেও কি গগণোপরি শোভিত শশাঙ্কের শোভা দৃষ্টি করিতে পারে, রাজা প্রিয় সচিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মন্ত্রিবর! মাংসময় চক্ষু ভিন্ন আরংকি চক্ষু আছে? যদি মাংস ময় চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় না হয়, তবে কোন বস্তু বিহীন হইলে অন্ধ বলাযায়? মন্ত্রি রাজ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন্ হেরাজন! এরূপ আমিই বলিতেছি এমৎ নহে পণ্ডিতেরাও ইহা কহিয়া থাকেন।

(যথা)

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এবসঃ।

অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক এমৎ যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু, যাহার এই চক্ষু নাই সেই অন্ধ।

যদ্যপি সুকুমার চন্দ্রচূড়কে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে অভিমত হয়, তবে অভ্যাসের কালাতীত করিলে নীতি জ্ঞান বিহীন হইয়া দিন দিন নীচ প্রবৃত্তি সকল কেবল তেজস্বিনী হইবে, এবং বিবিধ প্রকার নবচিত্ত চিত্র-পটে নিরর্থক অঙ্কপাত হইয়া উৎকট দোষে দূষিত হইতে পারে, যদি এক বার নীচ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া সৎপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাজয় করে, তাহা হইলে কোনকালে আর সৎ প্রবৃত্তি সকলের প্রভাব হইবার সম্ভাবনা নহে, এই নিমিত্ত নীতিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ইহা কহিয়া থাকেন।

(যথা)

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
তস্মান্নীতি বিধানেন শিশুস্তাদা বুপাদিশেৎ ॥

যে হেতুক নূতন পাত্রে সংলগ্ন যে চিহ্ন সে অন্যথা হয়না সেই হেতুক নীতি বিধান দ্বারা অগ্রে শিশুকে উপদেশ দিবেক।

পুত্র সকল বিদ্যাবিহীন হইলে জন্ম-দাতা জনকেরও পশ্চাৎ প্রাণের সংশয়হইয়া উঠে, ইহার উদাহরণ স্বরূপ একটী উপাখ্যান কহিতেছি, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন। নর্ম্মদা নদী-তীরে চম্পকাবতী নগরে পরম-বৈভব-শালী এক বণিক বাস করিতেন, তিনি পুত্রের স্নেহেতে আশক্ত হইয়া সর্ব্বদা সন্তানের যত্নেতেই ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু প্রগাঢ় অপত্য স্নেহের বশীভূত হইয়া আপন পুত্রকে শুভ-দায়ী কোন বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন না। তিনি মানোমধ্যে এই বিবেচনা করিলেন, যে আমার ঐশ্বর্য্যেতেই পুত্রের অনায়াসে সুখে কাল যাপন হইতে পারিবেক, কখন পরের উপাসনা করিতে হইবেক না, বৃথা কি নিমিত্ত প্রাণসম পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে ক্লেশ দিব? যাহার জীবনের উপায় নাই সেই করুক, আমার কি প্রয়োজন? এই রূপ বিচার করিয়া সেই বণিক আপন পুত্রকে বিদ্যা বিহীন করিলেন, মহারাজ! আশ্চর্য্য শ্রবণ করুন, অনন্তর কিছু দিবস গত হইলে, সেই বণিক পুত্র যৌবন পদে অধিরূঢ় হইলেন, এবং উত্তরোত্তর যৌবন সলিলের প্রবাহে প্রতিবেশি সমূহের সুখ রূপ অট্টালিকা সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল।

এক দিবস সেই বণিক পুত্র নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া এই রূপ বিবেচনা করিলেন, পিতা এপর্য্যন্ত আমাকে সম্যক ধনের অধিকারী করিলেন না, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে পিতাকে

অবশ্য মূর্খ বলিতে হয়, কারণ আমিকি ধন রক্ষা করিতে অযোগ্য, ইহাকি তিনি ক্ষণ মাত্রও বিবেচনা করেন না, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে পিতা বর্ত্তমানে আমার সুখ সম্ভাবনা নহে, কোন্ কালেই বা পিতার পরলোক হইবেক তাহার নিশ্চয় কি, অতএব এমৎ কুস্বভাবান্বিত পিতাকে শীঘ্র নষ্ট করাই ভাল। এই রূপ মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া তৎ ক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়তর এক অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রাশক্ত পিতার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান্ হইলেন ।

বিজয়দত্ত নরপতি হরিদত্ত মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হরিদত্ত! এ কি আশ্চর্য্য,! চিরকাল পরম স্নেহে প্রতিপালিত পুত্র নিরপরাধি নিজ পিতার প্রাণ হিংসা করিতে সেই বণিক পুত্র উদ্যত হইল, এরূপ কি সম্ভব হইতে পারে? মন্ত্রিরাজবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারজ! এরূপ অসম্ভব বোধ করিবেন না, ইহার আশ্চর্য্য কি ।

(যথা)

যৌবনং ধন সম্পত্তিঃ প্রভুত্ব মবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং ॥

যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয়, আর যেখানে এ চতুষ্টয় একাধারবর্ত্তি সে খানে কি হয় তাহাকহিতে পারিনা ॥

অতএব, মহারাজ! বিনয় পুর্ব্বক কহিতেছি প্রিয়তম চন্দ্রচূড়কে বিদ্যারসের আস্বাদনে নিযুক্ত করুন, বিদ্যা না থাকাই পাপোৎপত্তির মূল কারণ; মানব দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মহীন

হইলে পশুদিগের সহিত কিছুই বিভিন্ন নাই, মানব শরীরী সকল কেবল এক মাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম বিহীন হইলে পশুগণ অপেক্ষা তাহাদের কি ভিন্নতা আছে ?

(যথা)

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশু ভির্নরাণাং।

ধর্ম্মোহি তেষা মধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

যেহেতুক আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশুদের যাদৃশ, মনুষ্যেরও তাদৃশ, কিন্তু পশু সকল হইতে মনুষ্যদের এই বিশেষ আছে, যে তাহারা ধার্ম্মিক, অতএব ধর্ম্ম হীন, মনুষ্যেরা পশুদের সমান॥

এই নিমিত্ত রাজ-তিলক মহারাজ চক্রবর্ত্তী আপনকার পিতা প্রজা সমীপে পুনঃপুনশ্চ বিদ্যার গৌরব করিতেন, এবং প্রজা বর্গের প্রতি আজ্ঞা করিতেন, যে আমার রাজ্যে কেহ মূর্খ নাজন্মে; মূর্খ হইলে বল পূর্ব্বক অধর্ম্ম আমার রাজ্যে অবশ্যই প্রবেশ করিবেক। তিনি আপন অধিকার সকল পরিভ্রমণ করত, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া দিতেন, ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তি করিবার নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি প্রায় এই উপদেশ দিতেন।

(যথা)

মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্ত মনুগচ্ছতি ॥

বান্ধবেরা ক্ষিতিতে কাষ্ঠ লোষ্টের সমান মৃত শরীরকে ত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, কিন্তু ধর্ম্ম সেই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করেন ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তম স্তরতি দুস্তরং ॥

সহায়ের নিমিত্ত নিত্য অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় কর, যে হেতুক ধর্ম্ম সহায় দ্বারা দুস্তর তম হইতে উৎত্তীর্ণহয় ।

তিনি এক দিবস পরম সুশোভিত সভা মধ্যে উপবেশন করিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে এক দরিদ্র দ্বিজ অতিদীন হীনের ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বিধান পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া পবিত্র পীযূষ স্বরূপ বিদ্যা রসকে ঘৃণা করিয়াছিলাম, এই হেতুক আমার এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, আপনি আমার এরূপ রূপ দেখিয়া ঘৃণা করিবেন না, এক্ষণে পরম ধার্ম্মিক সন্নিধানে উপদেশিত হইয়া ধর্ম্ম পথে পদ সঞ্চার করণে মনস্থ করিয়াছি, কিন্তু পূজার উপহারাদি অপ্রাপ্তে দুই দিবস ঈশ্বর আরাধনায় শক্ত হইনাই, অতএব অদ্য আমাকে অতিথি করণে অঙ্গীকার করুন, পরম ধার্ম্মিক নৃপবর আপন অন্তঃকরণে এইরূপ বিবেচনা করিলেন ।

**অতিথি র্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।**

অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায় সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য লইয়া যায়॥

**অরেরে প্যুচিতং কার্য্যং আতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তু পাশ্বগতাং ছায়াং নোপ সংহরতে দ্রুমঃ॥**

শত্রুও যদি গৃহেতে আগত হয়, তবে তাঁহাকে অতিথি করা কর্ত্তব্য। যেমন ছেদন কর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপ হরণ করেন না॥

এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা কহিলেন, তথাস্তু, অর্থাৎ তাহা হউক, ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে এক্ষণে ধর্ম্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হইয়াছি, আমার পূজা করণের উপহারাদি আহারণ পূর্ব্বক এক অতি নিভৃত স্থানে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা হউক, এবং আমার এক বিশেষ নিয়ম আছে, আমি যাহার অতিথি হুই তাহারি পুজোপকরণে পুজাকরি ও তাহারি খাদ্য সকল আহার করি, কিন্তু এই নিয়ম অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিব, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজ-তিলক বিপ্রের বাক্যে সভয় হইয়া সেই রূপ বিধানে অনুমতি করিলেন, ব্রাহ্মণ রাজ-নির্দ্দিষ্ট নিভৃত পবিত্রস্থলে সমাসিন্ হইয়া ঘনঘন ঘণ্টাবাদ্য করতালি ও স্তুতি পাঠ করত ঘোর তর পুজায় প্রবর্ত্ত হইলেন।

রাজ-ভবন-নিবাসি-লোক-সকল অসাধারণ সাধুর আগমন নিশ্চয় করিলেন, এবং পরম রম্য সামগ্রি সমুদায় বিশুদ্ধ হেম-

ময় পাত্রোপরি স্থাপন করিয়া ভক্তি রসার্দ্রচিত্তে ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, ব্রাহ্মণ এমত পূজার আড়ম্বর প্রকাশ করিলেন, যে সূর্য্য দেব অস্তাচল অবলম্বন করাতেও তাঁহার পূজা সমাধা হইল না, যখন ঘনঘোরাবৃতা যামিনী দ্বিতীয় যাম গতা হইল, তখন আপন কৃত পূজা সমাধা করত রাজ ভোগ্য সামগ্রি সমুদায় সুখে ভোজন করিলেন, এবং দুর্নিবার্য্য জঠর যন্ত্রণা নিবারণ পূর্ব্বক হৃদি মধ্যে আলোচনা করিলেন, যে এই ঘন ঘোরাবৃতা তমিস্রা ইহাতে কে কোথায় পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেক, আমি এক্ষণে প্রচুর রৌপ্য কাঞ্চনাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল উত্তরীয় বসনে বন্ধন করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করি, ব্রাহ্মণ হৃদি মধ্যে এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে লোভে অন্ধীভূত হইলেন, এবং অবিলম্বে রাজদ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক সত্তর প্রস্থান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, কিন্তু যখন তিনি বহির্দ্বার হইতে নিঃসরণ হয়েন, তখন সেই দ্বার স্থিত দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিল কে, ও, ব্রাহ্মণ তৎ কালে ভীত চিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া উত্তর করিলেন, আ-আ আমি কিছুই লইয়া যাই নাই।

বিপ্রের এই রূপ কথার ভাবে দ্বারবান্ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; তৎ ক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পবান্ হওয়াতে গৃহীত দ্রব্য সকল ভূতলে পতিত হইল। দ্বারবান্ তাহা অবলোকন করিয়া প্রবল প্রতাপে বিপ্রকে পশুবৎ বন্ধন করত প্রহার করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ ধরাতলে কুষ্মাণ্ডবৎ লুণ্ঠন পূর্ব্বক করুণা রবে রোদন করত সকাতরে বিনয় পূর্ব্বক বারম্বার কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমাকে ছাড়িয়া দাও, কিন্তু দ্বারপাল দ্বিজবাক্য শ্রবণ নাকরিয়া নিশাবসানে রাজ বিচারে সমর্পণ করিল। ভূপতি দ্বিজের দোষ সকল অবেক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণে এই স্থির করিলেন, যে বিপ্র আপন দোষে আপনিই দোষী হইয়াছেন, লোভে কিনা হইতে পারে।

(যথা)

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং॥

লোভ হইতে ক্রোধ হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে, লোভ হইতে মোহ ও নাশ হয়, লোভ পাপের কারণ ॥

রাজা সেই দুরাচার বিপ্রের দণ্ড বিধানার্থে কারা রুদ্ধ করিতে আজ্ঞাদিলেন। হে মহারাজ! যদি বিদ্যাধন বিপ্রের হৃদয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি সামান্য ধনের অভিলাষী হইতেন? যাহার যাবজ্জীবন পানার্থে সুধা রসের সঞ্চয় থাকে, সে কি সামান্য সলিল পানে কখন অভি লাষী হয়। পণ্ডিতেরা কখন চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করেননা, নীতি শাস্ত্রে এই রূপ পণ্ডিতের লক্ষণ কহিয়াছেন।

(যথা)

মাতৃবৎ পর দারেষু পর দ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

পরের দারা সকল মাতৃতুল্য, ও পরের দ্রব্য সকল লোষ্ট তুল্য, এবং সর্ব্ব প্রাণি আপনার তুল্য, যিনি দেখেন তিনিই পণ্ডিৎ ॥

অতএব আমি বিনয় পুরঃসর কহিতেছি বিদ্যা শিক্ষার সময় বৃথা নষ্ট নাকরিয়া প্রিয়তম চন্দ্রচূড়ের চিত্ত ভূমিতে বিদ্যারস সেচন করিতে অভিমত করুন।

রাজা সুধাময় মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, হে প্রিয় সচিব!

তোমার মুখ বিনির্গত বাক্য রূপ পীযুষ পানে পরিতৃপ্ত হইলাম, এক্ষণে আমার মনোগত অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি মনোযোগ পুর্ব্বক শ্রুতি পাৎ কর।

এই ভূমণ্ডলে সংসারী মানব-শরীরী মাত্রই উত্তরকাল সুখ ভোগ মানসে সন্তান বাসনা করেন, কিন্তু সেই সন্তান দ্বারা যদি সুখ সম্ভোগ এবং বংশের উন্নতি নাহয়, তবে তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল, এইরূপ শাস্ত্রেতে ও কথিত আছে।

(যথা)

সজাতো যেন জাতেন জাতিবংশ সমুন্নতিং।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃকোবা নজায়তে॥

যে পুত্র জন্মিলে জাতি বংশউন্নতি পায় সেই জন্মুক, নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম্মশালি সংসারে কে মরিয়া নাজন্মে॥

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং যস্যৈকোপি নবিদ্যতে।
অজাগল স্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুষ্ঠয়ের মধ্যে যাহার একটীও নাই তাহার জন্ম ছাগলের গলদেশস্থিতস্তনের ন্যায় নিরর্থকহয়॥

এক্ষণে পুরাখ্যান আমার স্মৃতি পথে প্রবিষ্ট হইল হে মন্ত্রি! মনোযোগ কর। একদা আমি মৃগয়ার্থী হইয়া সুসজ্জিত সৈন্য-চয় সমভিব্যহারে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, তথায় মৃগাদির অনুসন্ধান প্রাপ্ত নাহইয়া ঝিল্লী-ঝঙ্কার-বেষ্টিত নিবীড় অটবী মধ্যে উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম আমার চির মিত্র মানসিংহ এক তরু-তলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন,

তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ প্রণয় রসে আর্দ্র হইয়া, উঠিল, আমি অতিশয় দ্রুত গমনে তথায় উপস্থিত হইলাম, মিত্রও আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ও তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান্ হইয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ কহিতে লাগিলেন।

(যথা)

শোকারাতি ভয়ত্রানং প্রীতি বিশ্রম্ভভাজনং।
কেন রত্ন মিদং সৃষ্টং মিত্র মিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

শোক এবং ভয়হইতে রক্ষাকর্ত্তা ও প্রীতির বিশ্বাস পাত্র রত্ন স্বরূপ মিত্র এই অক্ষর দুইটী কে সৃষ্টিকরিয়াছে।

স্বাভাবিকন্তু যন্মিত্রং ভাগ্যে নৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিম সৌহার্দ্দ মাপৎ স্বপিনমুঞ্চতি॥

স্বাভাবিক যে মিত্র সে ভাগ্যেতেই মিলে যে হেতুক অকৃত্রিম সৌহার্দ্দতা বিপৎ কালেতেও যায়না॥

মিত্রং প্রীতি রসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ,
পাত্রং য়ৎ সুখদুঃখয়োঃসহভবেন্মিত্রেণ তদ্দুর্লভং
যে চান্যে সুহৃদঃসমৃদ্ধিসময়েদ্রব্যাভিলাষাকুলা,
স্তেসর্ব্বত্র মিলন্তি তত্ত্ব নিকষগ্রাবাতু তেষাং বিপৎ।

যে মিত্র চক্ষুঃদ্বয়ের প্রীতি রূপ রসের স্থান, ও চিত্তের আনন্দ জনক ও সুখদুঃখের পাত্র সে মিত্র দুর্ল্লভ, অন্য যে ধনা-

কাঞ্চি মিত্র সে সম্পত্তি কালে সর্ব্বত্রই মিলে, তাহাদের যথার্থ বুঝিবার নিমিত্ত বিপত্তিই কষ্ঠি পাথর স্বরূপ॥

অদ্য কিবা শুভদিন, ভয়ঙ্কর কানন মধ্যে বন্ধুদর্শন হইল, যে সকল দুঃখ অতিশয় বলপুর্ব্বক আমার অন্তঃকরণকে আক্রমণ করিয়া ছিল, এইক্ষণে আমার মিত্রদর্শনে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। ভাগ্যবান্ লোকেরাই মিত্রের সংহৃতি ও মিত্রের সহিত আলাপ এবং সর্ব্বদা মিত্রের সহিত সহবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা ভিন্ন অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে, শাস্ত্র কারকেরাও এই প্রকার বলিয়াছেন।

(যথা)

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেন সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপ স্ততো নাস্তীহ পুন্যবান্॥

মিত্রের সহিত যাহার সম্ভাষা, ও মিত্রের সহিত যাহার বাস, ও মিত্রের সহিত যাহার পরস্পর কথোপকথন হয় তাহা হইতে পৃথিবীতে পুণ্যবান নাই॥

এই প্রকার বহুবিধ পরস্পর সম্ভাষণের পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মিত্র মানসিংহ! তুমি একাকী কিনিমিত্ত ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছ, এবং তোমাকে সাতিশয় দুঃখিরন্যায় লক্ষ্য হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? তখন তিনি মৌন ভাবে কিঞ্চিৎ কাল স্থিতি করিয়া কহিলেন হে বন্ধো! বন্ধু সমীপে অকথ্য কি আছে, আত্ম বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

চন্দ্রকাবতী নগরে উগ্রসেন নামক এক আঢ্যতরব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি এক দিবস কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে কানন শোভা

দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক পর্জ্জন্য সকল বিস্তৃত হইয়া গগণ মণ্ডল এক বারেই আচ্ছন্ন করিল, এবং তদুপরি চঞ্চল চপলার ইতস্তত পরি ভ্রমণ হওয়াতে ও প্রচণ্ডঝঞ্ঝা বাত প্রতাপে-বড় বড় শাখীর শাখা সকল মড় মড় শব্দ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে নিরাশ্রয় জীবগণের জীবন আশা নিরাশা হইয়া উঠিল। এই আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন করিয়া তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই নিমিত্ত প্রতিদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনুষ্য গণের ইহাই বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে মরণ, ব্যাধি, শোক ও ভয় ইত্যাদির মধ্যে কিছুনা কিছু অদ্য সংঘটন হইতে পারে ইহার আটক নাই, এই নিমিত্ত নীতিজ্ঞরা কহিয়া থাকেন।

(যথা)

উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয় মুপস্থিতং।
মরণ ব্যাধি শোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি॥

উঠিয়া উঠিয়া উপস্থিত মহাভয় তাহা বিবেচনা করিবেক কেননা মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার মধ্যে নাজানি কি অদ্য পতিত হইবেক॥

শোক স্থানং সহস্রানি ভয়স্থানং শতানিচ।
দিবসে দিবসে মূঢ় মাবিশন্তি নপণ্ডিতং॥

শোকের স্থান সহস্র ২, ও ভয়ের স্থান শত শত আছে ইহারা প্রত্যহ মূঢ় লোককে অভিভব করে পণ্ডিতকে অভিভব করিতে পারেনা।

যদি আমি এরূপ প্রতিদিবস আলোচনা করিতাম, তাহা হইলে কি নিদাঘ কালে দূর তর বন শোভা সন্দর্শনে প্রবর্ত্ত হইতাম, এক্ষণে বোধ হইতেছে আমার আসন্ন অন্তকাল বুঝি উপনীত হইল, যাহা হউক এক্ষণে আমার কোন উপায় চেষ্টা-করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে স্বগৃহাভিমুখে দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন।

উগ্রসেনের বায়ুবেগে গমন করাতে তাঁহার আস্য নাসিকা পথ হইতে শত শত অজগর গর্জ্জন সদৃশ শ্বাসোচ্ছ্বাসের শব্দ হইতে লাগিল, তিনি আপন প্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে সকাতরে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, আমি তৎ ক্ষণাৎ তাঁহাকে দর্শন মাত্র আনয়ন করিয়া বিবিধ বিধানে সুস্থ করিলাম, তিনি আমার সততা ও পরিচর্য্যাদি দর্শনে পরম পরিতোষ হইলেন এবং আমাকে কহিলেন হে মানসিংহ! তুমি আমার অদ্য প্রাণ রক্ষা করিলে অতএব তোমার সহিত সখ্য করিতে আমি বাসনা করি, প্রণয় ও মৈত্রতা সৎমনুষ্যের সহিত না-করিলে সে কেবল ক্লেশের নিমিত্ত হয়, অতএব কুজনের সহিত সখ্যতা সম্বন্ধ বন্ধন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

(যথা)

দুর্জ্জনেন সমং সখ্যং প্রীতিঞ্চাপি নকারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করং॥

দুষ্ট লোকের সহিত মিত্রতা করিবেকনা এবং প্রীতিও করিবেক না, কেননা তপ্ত অঙ্গারকে স্পর্শ করিলে হস্ত দাহ করে ও শীতল অঙ্গার হস্তকাল করে॥

(যথা)

দুর্জ্জনঃ প্রিয় বাদীচ নৈতদ্বিশ্বাস কারণং।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালা হলং বিষং ॥

দুর্জ্জন অথচ প্রিয় বাদী এমত লোক প্রত্যয়ের স্থান নহে, যেহেতুক তাহাদের জিহ্বাগ্রেতে মধু ও হৃদয়েতে হলাহল বিষ আছে ॥

এই জন্য আমি কহিতেছি হে মান সিংহ! তুমি আমাকে মৈত্রতা রূপ পরমধন প্রদান কর। উগ্রসেনের এই রূপ প্রচুর প্রণয় সম্ভাষণে আমি তাঁহার সহিত সখ্য করণে স্বীকার করিলাম, তদনন্তর উভয়ে একত্রিত হইয়া প্রণয়-রস-প্রপূরিত পবিত্র সুখাকরসাগরে যখন নিমগ্ন হইতেছি, এমত সময়ে বংশ-ধ্বংস-কারী প্রিয়-প্রাণ-হারী বীরভদ্র নামক আমার মূর্খ-পুত্র তথায় হটাৎ আগমন করিয়া আমার কেশা কর্ষণ পুর্ব্বক ভয়ঙ্কর অকূল দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিলেক। বিজয়দত্ত নরপতি কহিলেন হে সখে! তুমি কিকারণে ভয়ঙ্কর দুঃখে পতিত হইলে বিস্তরণ বল, তখন মান সিংহ মিত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে মিত্র! তবে আমার হৃদয়-বিদারক দুঃখ শ্রবণ কর।

ন্যায়-পরায়ণ ধর্ম্মশীল উগ্রসেনের সহিত আমি নব-মৈত্রতা সম্বন্ধ-বন্ধন পুর্ব্বক হাস্য পরিহাস ক্রীড়া কৌতুক করিতেছি, এমত সময়ে আমার মূর্খ-পুত্র বীরভদ্র তথায় উপনীত হইল, এবং আমার মিত্র উগ্রসেনের প্রতি বিকটাকার কটাক্ষপাৎ করিয়া কহিলেক, "ওরে উদাসিন্ আগত মনুষ্য তোর বাড়ি কোথারে, তুই, এই দুর্দ্দিনে আমার ঘরে কেন এলি, তোর্ কি ঘর্ নাই," এই অপকৃষ্ট ভীষণ-ভাষণ শ্রবণ করিয়া মিত্র

বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে, আমি পুত্রকে দুর্দান্ত ও অধর্ম্মাক্রান্ত জানিয়া লজ্জাবিষ্ট চিত্তে আত্মজ পরিচয় গোপন পূর্ব্বক মিত্রকে কহিলাম, ইনি যে হউন, ইহাঁর সহিত আপনকার কোন কথার প্রয়োজন নাই।

আমার এই কথাটী শ্রবণ মাত্র মিত্র সেই দুর্দান্তকে উন্মাদ বিবেচনা করত আমাকে কহিলেন হে মিত্র! আ, হা, অতি সুদৃশ্য এই পুরুষটী এরূপ কতদিন ক্লিষ্ট হইয়াছে, অনুরূপ চিকিৎসা করিলে কি আরাম হইতে পারেনা? বন্ধু-বদন হইতে এই বাক্য বিনির্গত মাত্রই সেই কুলান্তকারী কাল স্বরূপ হইয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক অকথ্য কুৎসিত বাক্য বিন্যাস করত তাঁহার কর্ণমূলে এমত চপেটাঘাৎ করিলেক যে তিনি পর্য্যঙ্ক হইতে অধঃ পতন পূর্ব্বক মুহুর্মুহু রুধিরোদ্বমন করত তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমি তদ্দর্শনে বন্ধু-শোকে শোকাকুলিত হইয়া বিবিধ বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলাম এবং তদবধি "হা মিত্র'! 'হা সখে', ! এই রূপ নিরবধি উচ্চৈঃ স্বরে শব্দ করত নিশাবসান করিলাম।

তদনন্তর মৃতমিত্রের পুত্র পিতৃ-শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া আপন পিতৃ-হন্তার অন্ত নিমিত্ত কৃতান্ত সদৃশ বিচারালয়ে দুরাচারের আচার বিচারার্থে অভিযোগ করিল। রাজপুরুষ সকল রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রই ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আমার আবাসে প্রবেশ করিয়া দাস দাসী পর্য্যন্ত পশুবৎ বন্ধন করিলেক, সেই দুরাচার মিত্রঘাতি বীরভদ্রকে করাঘাৎ পদাঘাৎ বেত্রাঘাৎ দ্বারা আঘাতিত করিয়া বিচার-স্থলে রাজ-সমীপে সমর্পণ করিলেক। অনন্তর বিচারকর্ত্তার অনুরূপ বিচারে বীরভদ্রের শিরশ্ছেদন হইল।' আমি একে বন্ধু-শোকে ব্যাকুল তায় আবার অকূল পুত্র-শোকে পতিত হইলাম, তখন আমি এই বিবেচনা করিলাম।

(যথা)

একস্য দুঃখস্য নযাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পার মিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি॥

সমুদ্রের পারে যাওয়া যেমন অসাধ্য, এমনি এক দুঃখের শেষ না হইতে আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হয়, কেননা ছিদ্র উপস্থিত হইলে অমঙ্গল অনেক হয়।

কিঞ্চিৎ কাল পরে বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালন দ্বারা আপনি আপনার উপদেশক হইয়া অন্তঃকরণকে ঈষৎ সুস্থ করিলাম। তদনন্তর আমি বিবেচনা করিলাম, স্ত্রীজাতির পুত্র-শোক উপস্থিত হইলে কদাপি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না, যে হেতুক জনকাপেক্ষা জননীর স্নেহ ও অনুকম্পা অধিক; তাহারা পুত্রকে দশ মাস পর্য্যন্ত উদরে ধারণ করিয়া যে রূপ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের চিত্ত-ভূমি হইতে কখন বিনিঃসরণ হইতে পারেনা; সুতরাং স্ত্রীলোক সকল পরম যত্নে ও প্রগাঢ় স্নেহে পুত্র প্রতিপালন করে। এমৎ স্নেহাস্পদ সন্তানের বিয়োগ তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব বীরভদ্রের অভদ্র-সংঘটন-জনিত প্রবল-শোক-শান্তি করণার্থে আমার ভার্য্যার সমীপে গমন করা উচিৎ; আমাকে দেখিয়াও তাঁহার কিঞ্চিৎ শোকের শান্তি হইতে পারে, আমার যিনি পত্নী তিনিও অননুরূপা নহেন। পণ্ডিতেরা যাহাকে ভার্য্যা কহেন তিনিও প্রায়, তদ্গুণাবলম্বিনী বটেন।

(যথা)

সাভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সাভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সাভার্য্যা যা পতি প্রাণা সাভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

যে স্ত্রী গৃহ ব্যাপারে নিপুণা, সেই ভার্য্যা, যে স্ত্রী পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। যে স্ত্রী পতিপ্রিয়া. সেই ভার্য্যা, যে স্ত্রী সাধ্বী সেই ভার্য্যা॥

নসা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা নতুষ্যতি॥
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ॥

স্বামী যাহাকে তুষ্ট নাহয়, তাহাকে ভার্য্যা বলিনা; স্বামী যাহাকে তুষ্ট হয় তাহাকে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট॥

ইত্যাদি হৃদি মধ্যে আলোচনা পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিলাম, তাহাতে দাস দাসী অথবা অনুগত ব্যক্তি কেহই আমার দৃষ্টিগোচর হইলনা; কিন্তু আমি শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে চারু-গুণান্বিতা পতিব্রতা আমার বনিতা পুত্র-শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত বিপুলতর শোকে আমি অঙ্কীভূত হইয়া ক্ষণেং মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইতেছি; এমত সময়ে আমার শশুর মহাশয় সমা-গত হইয়া নিজ দুহিতার বিয়োগ দর্শনে তৎ ক্ষণাৎ লোকান্তর গমন করিলেন।

হে মহারাজ! আমার এক মূর্খ-পুত্রের দোষে অচিন্তনীয় ঘটনা অনায়াসেই সংঘটন হওয়াতে জীবন্মৃতপ্রায় হইয়াছি। জীবন্মৃত ব্যক্তির স্বজন-জনঃবেষ্টিত-জন-সমাজে কাল যাপন করাও ভীষণ ধনঞ্জয় জ্বালায় দগ্ধ হওয়া উভয়ই তুল্য। অতএব জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ জন্য এই জন-

শূন্য অরণ্য মধ্যে আমি আগমন করিয়াছি; কিন্তু আবার ভাবনাও করিতেছি জীব সকল স্বকর্ম্ম সূত্রের বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখ ভোগে রত হয়। তাঁহারা নিজ২ কর্ম্ম-সূত্রের অনুরূপ ফলভোগী হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বৃথা কেন আমি শোক সন্তাপে তাপিত হই। এইক্ষণে উপস্থিত অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ এক প্রকার আমিই।

যদি অসৎ স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাল্যকালে সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিতাম, এবং সর্ব্বদা সৎ সঙ্গে সংস্থাপন পূর্ব্বক সৎপুস্তক পাঠে ও নিরন্তর সৎ কথালাপনে নিযুক্ত করিতাম, তবে কি এরূপ অভাবনীয় আপদে পতিত হইতাম! কেবল মূর্খতাই সমস্তদোষের আকর; মূর্খ ব্যক্তিরা পদে২ স্বয়ং আপদে পতিত হইয়া স্বজন-জনের নয়নে অজস্র অশ্রু পাত করান।

(যথা)

অজাত মৃত মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ নচান্তিমঃ
সকৃদ্দুঃখকরা বাদ্যা বন্তিমস্তু পদে পদে ॥

অজাত, ও মৃত, ও মূর্খ ইহার মধ্যে বরং আদ্য দ্বয় ভাল তবুও অন্তিম ভাল নহে, কারণ আদ্য দ্বয় এক বার দুখঃদায়ক হয় অন্তিম পদে ২ দুঃখ দায়ক হয়॥

হে মিত্র! আমি এই জন-বিহন-কাননে একাকী উপবেশন করিয়া এইরূপ চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছি কিন্তু এক্ষণে তব দর্শনে আমি সন্তাপ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। এই পর্য্যন্ত বাক্য বিন্যাস করিয়া সেই সৎমিত্র মানসিংহ মৌন ভাবে রহিলেন। তদনন্তর আমি বহুবিধ সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম। হে মিত্র মান সিংহ! তুমি শোক ও

অনুতাপ করিও না। এই প্রকার নানামত প্রবোধ প্রদান করিয়া আমি আপন ভবনে আগমন করিলাম। হে মন্ত্রিবর! আমি পুর্ব্বেই দেখিয়াছি সেই এক মূর্খ-পুত্রের দোষে মান সিংহ যে রূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া ছিলেন তাহা আমার অন্তঃকরণ মধ্যে অদ্যাপি যাগরুক আছে; বোধ হয় কখনই তাহা বিস্মৃত হইবনা; অতএব তুমি প্রাণাধিক চন্দ্রচূড়ের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এক সুবিচক্ষণ শিক্ষাচার্য্যের অনুসন্ধান কর।

আমি ইহা নিশ্চয় জানি বালকেরা বাল্য কালে সুকোমল মনঃ ক্ষেত্রে যাহা রোপণ করে, তাহা উত্তরোত্তর পল্লবিত ও পরিবর্দ্ধিত ভিন্ন কখন শীর্ণ হইয়া সমূল নাশ হইতে পারে না। অভ্যাস সামান্য প্রবল নহে; সর্ব্বদা সংসর্গ হেতুক অভ্যাস জন্মিয়া কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলই তত্তৎ গুণবর্ত্তী হয়, তাহার সন্দেহনাই। দেখ, প্রকাণ্ড-কায় ময়নভয়দ অতিমাত্র-বল-শালি বারণ-গণ মনুজ সম্পর্ক প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসেই আপন মদ মত্ততা পরিত্যাগ করে, এবং লঘু-বীর্য্য ক্ষুদ্র-দেহ-ধারি-মানবের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব দুর্দ্দান্ততাকে দূরে নিঃক্ষেপ করে। এমন কি, মনুষ্যেরা যাহা কহে, তাহারা সযত্ন পুর্ব্বক সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করে।

এই প্রকার ঋক্ষ শাখামৃগ প্রভৃতি অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল লোক-সমাজে কাল যাপন করে, তাহারা ক্রমেং এমৎ নর-পরায়ণ হইয়া উঠে যে তাহাদের দেহস্থ বন্ধন মোচন করিলেও কখন স্বজাতির অনুগামী হয় না। বরঞ্চ তাহারা দৃঢ়তর অভ্যাস-পাশে বদ্ধ হইয়া ভিক্ষুক ব্যক্তির পশ্চাৎ ২ ভ্রমণ করত তাহাদের আজ্ঞানুরূপ রঙ্গ ভঙ্গ নৃত্যাদি কত মত কৌতুক প্রকাশ করিতে থাকে; কেবল অভ্যাসের গুরুত্বই ইহার কারণ।

যখন বন্য-পশুরা অভ্যাস প্রতাপে আপনাপন দুস্ত্যাজ্য চির-সঞ্চিত স্বভাব অনায়াসেই পরিত্যাগ করে, তখন মানব-শিশুরা, যে ঈশ্বর-দত্ত ধারণা-শক্তি বিদ্যমানে সৎসর্গাদি দোষ গ্রহণ করিবে, তাহার সন্দেহ কি! এবিষয়ের একটী উপাখ্যান কহিতেছি হরিদত্ত শ্রবণ কর।

দ্রাবিড়দেশান্তঃপাতি কৌশাম্বি নগরে এক বিপ্র বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া স্বোপার্জিত বিদ্যার অনুশীলনে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু সেই বিপ্র এমৎ ব্যয়-কুণ্ঠ ও ধন-লোভী ছিলেন যে তাঁহার অতুল পৈতৃক সম্পত্তি থাকাতেও তিনি যাজ্ঞা ও উপাসনা দ্বারা অহরহ আত্মোদর পরিপূরণ করিতেন। এবং অর্থোপায়ের নিমিত্ত অপমান ও অধর্ম্ম কিছুমাত্র বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে সর্ব্বদা ইহাই যাগরুক থাকিত

(যথা)

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ সপুমান্‌লোকেযস্যার্থাঃ সহিপণ্ডিতঃ॥

যাহার ধন আছে, তাহার সঁকল লৌক মিত্র; যাহার ধন আছে, তাহার সকল লোক বান্ধব; যাহার ধন আছে, লোকের মধ্যে সেই পুরুষ; যাহার ধন আছে, সেই পণ্ডিত॥

সেই ধন-লোভি-পণ্ডিত সন্নিধানে ধর্ম্মদাস নামক এক দ্বিজ-কুমার শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তিনি বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানা শাস্ত্রের পারদর্শী হইয়া ছিলেন; কিন্তু স্বশিক্ষকের সহিত বহু-কাল সহবাস হওয়াতে তিনিও স্নাতিশয় ধন-লোভী হইয়া উঠিলেন।

একদা সেই ধর্ম্মদাস বিবেচনা করিলেন আমি শিশুকালাবধি বিদ্যোপার্জ্জনে গুরুতর ক্লেশ করিয়া এক প্রকার নির্ম্মল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি; এক্ষণে কিঞ্চিৎ আমার সুখ ভোগ করা উচিৎ। কিন্তু অর্থ ব্যতিরেকেই বা আমার কি প্রকার সুখ ভোগ হইতে পারে; বহু-ধন-সঞ্চয়-ভিন্ন সম্পূর্ণ সুখ-লাভ করা কদাপি সম্ভব নহে। এই অবনী মণ্ডলে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে যে মনুষ্যের ধন আছে সেই মনুষ্যই পরম-সুখাস্পদ হইতেছেন। অতএব অগ্রে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অর্থহীন হইয়া বন্ধু-জন সমীপে বাস করা অপেক্ষা কাল-গ্রাসে পতিত হওয়া ভাল। ইহা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্টি হইতেছে

(যথা)

বরং বনং ব্যাঘ্র গজেন্দ্র সেবিতং দ্রুমালয়ঃ পক্ক ফলাম্বু ভোজনং। তৃণানি শয্যা পরিধেয় বল্কলং নবন্ধু মধ্যে ধন হীন জীবনং॥

"বরং ব্যাঘ্রও বৃহৎ-হস্তি-সেবিত অরণ্যও ভাল, বৃক্ষ আশ্রয়ও ভাল, পক্কফলও জল আহার ভাল, তৃণ-শয্যাও ভাল; বৃক্ষের বাকল পরিধানও ভাল, তথাপি বান্ধব-লোকের মধ্যে ধনহীনের জীবন ভাল নহে।

অতএব সর্ব্বাগ্রেই আমার ধনোপায়ের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। শত শত স্থানে ইহাও নয়ন-গোচর হইতেছে মনুষ্যেরা অনেকেই চাটুকারের ন্যায় ধনি-লোকের অনুগামী হয়। আমি যে প্রগাঢ় পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যোপার্জ্জন করি-

য়াছি এবং জ্ঞানি-গণ-মধ্যে গণ্য হইয়া আপন ভবনে অবস্থিতি করিতেছি ইহা কেহ একবার ভ্রমেও এপর্য্যন্ত আমার প্রতি দৃষ্টি পাৎ করেনাই, যদি ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বগৃহে আগত হইতাম তাহা হইলে সমীপ বাসী দূর বাসী ও প্রতি বাসী সমুদায়-সমীপে পরম-মান্য ও গণ্য হইতাম, তাহার সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মদাস এই প্রকার আপন হৃদি মধ্যে পর্য্যালোচনা করিয়া অবিলম্বেই ধনার্জ্জনে গৃহ হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। তিনি পথিমধ্যে দৃষ্টি করিলেন, এক অরণ্য চারি-কুরঙ্গ-শিশু কুক্কুরাক্রমণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান্ হইতেছে। তিনি তদ্দৃষ্টে হৃষ্ট হইয়া বহুকষ্টে তাহাকে ধারণ করিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে বন্ধন করত নিজাঙ্কে স্থাপন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়দত্ত ভূপাল মন্ত্রিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হরিদত্ত! ধর্ম্মদাস সংসর্গনিবন্ধন উৎকট লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেন তাহা শ্রবণে মনোযোগ কর।

তিনি মৃগ-শাবক প্রাপ্ত হইয়া হৃদিমধ্যে এই বিবেচনা করিলেন, যদি আমি এই মৃগ-শিশু আঢ্যতর সমীপে বিক্রয় করিতে পারি তবে অবশ্য অধিক ধন প্রাপ্ত হইব, তাহার সন্দেহ নাই। যখন গৃহ হইতে নিঃসরণ হইবা মাত্র জগদীশ্বর আমাকে অর্থোপায়ের পথ প্রদান করিলেন, তখন আমি যে বহুধন উপায় করিয়া প্রত্যাগমন করিব, তাহার সংশয় কি? যদিও অদিষ্ট বশত অর্থাগম হইয়া থাকুক? তথাপি কৃতসাধ্যে সমধিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, গৃহহইতে আগমন না করিলে কদাপি আমার এরূপ শুভকর হইত না, অতএব উদ্যোগ ব্যতীত অদিষ্ট সিদ্ধি কখনই হইতে পারেনা, ইহা শাস্ত্রেতেও দৃষ্ট হইতেছে।

(যথা)

যথা হ্যেকেন চক্রেণ নরথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষ কারেণ বিনা দৈবং নসিধ্যতি ॥

যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয়না, তেমনি পুরুষার্থ ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয়না ।

কেহ২ কহিয়া থাকেন যে কোষাগম ও কোষসঞ্চয় অদিষ্টের অনুগামী হয়, অদিষ্টে থাকিলে অবশ্যই হইবেক, তাহার উপায়ের চেষ্টাকরা কি প্রয়োজন, ভাগ্যে নাথাকিলে চেষ্টায় কি হইতে পারে, এমৎ দৃঢ়নিশ্চয়, তাহাদিগের কেবল অবিবেকতা ও মুর্খতা মাত্র । যদিও একান্ত যত্ন করিলে মনো রথ পরিপূর্ণ নাহউক তথাপি তিনি আপনি আপনাকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসে মনের সুখে কালযাপন করিতে পারেন, এবং তিনি কখন কোনক্রমে কুত্রাপি দোষের ভাজন হন না, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত আছে ।

(যথা)

উদ্যোগিনং পুরুষ সিহ মুপৈতি লক্ষী
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দেবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্ম শক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি নসিধ্যতি কোত্র দোষঃ ॥

লক্ষী উদযোগি পুরুষকে পায়েন অদিষ্ট প্রযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে, অতএব অদৃষ্টকে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে পুরুষার্থ প্রকাশ করহ; যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ নাহয় তবে কি দোষ ?

আমি যখন আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে গমন করিতেছি, এবং অনায়াসেই দুষ্প্রাপ্য মৃগশাবক প্রাপ্ত হইয়াছি তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমার অদিষ্টরূপ নাট্য-শালায় নিতান্ত ধন নৃত্য করিতেছে।

ধর্ম্মদাস মৃগশাবক-লাভে পুলকিত হইয়া মনোমধ্যে এই রূপ আস্ফালন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রবঞ্চনা-চতুর তিন জন ধূর্ত্ত তথায় উপনীত হইল, তাহারা মৃগ-শাবক-ধারী ধর্ম্মদাসকে দর্শন করিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এবং কুরঙ্গ-শিশুর কোমল-মাংসে লোলুপ হইয়া স্থানেং অগ্র-পথে উপবেশন করিল।

ব্রাহ্মণ যখন প্রথম ধূর্ত্ত সমীপে উপনীত হইলেন, তখন সেই ধূর্ত্ত কহিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি আমার এই হরিণ-শাবক কোথায় প্রাপ্ত হইলে, আমি দুই দিবস ইহার অনুসন্ধান করিতেছি। ধর্ম্মদাস কহিলেন আমি এই আরণ্যপশু পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইআছি; এ তোমার নহে; তোমার ইহাতে কি প্রমাণ আছে? ধূর্ত্ত কহিল; অবশ্য আমার এই মৃগশিশু, তাহার সন্দেহ নাই; ইহাতে আমি অনেক প্রমাণ দিব; এই রাজ-পথ-চারি-ব্যক্তিরা অনেকেই জানেন। সম্প্রতি তুমি বিচারালয়ে চল, তথায় যাহাহয় তাহাই হইবেক।

এইরূপে উভয়ের গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে অপর দুই ধূর্ত্ত তথায় সমাগত হইয়া ধর্ম্মদাসকে চৌরাপবাদরূপ মহোৎপাতে পাতিত করিলেক। ব্রাহ্মণ অবশেষে মৃগ ত্যাগে ও পরিত্রাণ নাপাইয়া পাথেয়-অর্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া বহুকষ্টে ধূর্ত্তকর হইতে মুক্ত হইলেন। ধর্ম্মদাস-পাথেয়-চির-সঞ্চিত অর্থ-বিয়োগে পরিতাপিত হইয়া গমন করিতেং দেখিলেন, প্রখর-কর-নিকর-বিস্তার করত দিনকর শিরোপরি গগণে

উত্থিত হইয়াছেন। তৎকালে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া পরিশুষ্ক বদনে ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, এক মনোহর-সরোবর অপূর্ব্ব-শোভায় শোভিত হইয়াছে; তাহার সুশীতল-নির্ম্মল-সলিল-রাশি, বায়ুবলে ক্ষুভিত হওয়াতে উপর্য্যুপরি উর্ম্মিচয় প্রবল-বল ধারণ করত দ্রুতবেগে তটোপরি ধাবমান হইতেছে, ও তদুপরি কমল-দল সকল আন্দোলিত ও প্রকম্পিত হইয়া শিরোপরি-ভ্রমণ কারি-ভৃঙ্গ-সমূহকে হতাশা করিতেছে, এবং মরাল-কুল সকল দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত সুখে কেলি করিতেছে, ইত্যাদি সুচারু-শোভাসম্পন্ন-সরোবর অবলোকনে হৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মদাস তাহার তটমধ্যে উপবেশন করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার সমুজ্বলিত-ক্ষুধানলে উদরে-দাহ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মদাস দুঃসহা ক্ষুধা বলবতী হওয়াতে অধোমুখে এইরূপ চিন্তায় চিন্তিত হইলেন।

(যথা)

দানোপ ভোগ রহিতা দিবসা যস্য যান্তিবৈ।
সকর্ম্মকার ভস্ত্রেব শ্বসন্নপিনজীবতি॥

দান ও ভোগ ব্যতিরেকে যাহার দিবস সকল যায়, সে কর্ম্মকারের জাঁতার ন্যায় শ্বাস থাকিতেও জীবিত নয়।

অতএব আমার জীবন মরণ উভয়ই সমান, যদি এসময়ে আমার অর্থ থাকিত, তবে কি, এজঠর যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করিতে হইত? এক্ষণে জীবন ধারণ অপেক্ষা আমার মরণই শুভকর, [illegible]তঃ প্রাণত্যাগ হইলে অসহ-যাতনা-জনিকা ক্ষুধা আমার ত্যাগ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মদাস ইত্যাদি বিবেচনা দ্বারা আপন প্রিয় প্রাণ ত্যাগ করণে একান্ত মনন করিলেন, এবং অবিলম্বেই দৃঢ়রজ্জুর ন্যায় এক লতা আনয়ন করিয়া উচ্চতর বৃক্ষ-শাখায় বন্ধন করত যখন আপন গলদেশে বন্ধন করিতেছেন, এমত সময়ে এক আঢ্যতর মণিকার তথায় স্নানার্থ আগমন করিয়া সেই ধন-লোভি ধর্ম্মদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মদাসের মনোগত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই মণিকার এই প্রকার প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজবর! তুমি সামান্য অর্থ-লোভে ব্যাকুল হইয়া আত্ম-হত্যায় রত হইয়াছে, একি আশ্চর্য্য! দেখ, এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্য-ভূমণ্ডলে সকলই ধনী ও সকলই দরিদ্র। কেহ কখন কহিতে পারেন না যে আমিই ধনী কিম্বা আমিই নির্ধনী।

(যথা)

অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি॥

আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-লোক দর্শন করত কাহার মহত্ব না বাড়ে, আর আপন অপেক্ষা বড়-লোক দর্শন করত সকলই দরিদ্র হয়।

অতএব বিবেচনা করিলে সকল লোকই ভাগ্যধর, এবং সকল লোকই দরিদ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এসকল বিবেচনা না করিয়া আপনি আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিৎ নহে। এক্ষণে তুমি ধনোপার্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়াছ, অতএব তোমার যাহাতে ধনোপায় ও ধন-সঞ্চয় হয়, তাহাতে আমি

একান্ত সচেষ্টিত রহিলাম, ইত্যাদি শান্তনা করিয়া সেই মণিকার ব্রাহ্মণকে লইয়া নিজ-নিকেতনে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই মণিকার ধর্ম্মদাসের সহিৎ কিছু দিবস সহবাস করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই বিপ্র বিদ্যা বিষয়ে বৃহস্পতি তুল্য এবং আলস্যাদি দোষ বর্জ্জিতও বটেন, অতএব আমার সুবর্ণ-মণি দাটিকাদি বিক্রয়ার্থ যে পণ্য-শালা আছে তাহাতে ইহাঁকে নিযুক্ত করা উচিৎ, যে হেতুক বিদ্বান মনুষ্যেরা প্রায় অধর্ম্মাচরণ করেন না। এই রূপ মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া বিংশতি মুদ্রা বেতনে তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। ধর্ম্মদাস সেই মণিকারের অসীম-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যোগ্যানুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব সঞ্চিত কুসংস্কার হেতুক উত্তরোত্তর লোভ-তরঙ্গ প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-তরি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি এই চিন্তা করিলেন, এই মাসিক অল্প বেতন দ্বারা আমি যে কতকালে ধনী ও সুখী হইব তাহার ইয়ত্তা নাই, বিশেষতঃ আমিই যে বহুকাল জীবিত থাকিব তাহাই বা নিশ্চয় কি, ইহকালে সম্পত্তি তুল্য আর কিছুই নাই।

(যথা)

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিন তুল্য বংশোপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥

যাহার অনেক ধন থাকে সে ব্রহ্মঘ্ন হইলেও পূজনীয় হয়। চন্দ্রের তুল্য বংশ হইলেও দরিদ্র লোক অপমানিত হয়।

অতএব পরম-সুখদায়ক ধনলাভে কোন বিবেচনার প্রয়োজন নাই, প্রাপ্তি মাত্রই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ কর।

সেই ধন-লোভী ধর্ম্মদাস ধর্ম্মাধর্ম্মের কিছুমাত্র বিচার না করিয়া অধর্ম্মেতেই মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ক্ষণকালও চিন্তা করিলেন না যে সেই মণিকার তাঁহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে ত্রাণ করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছেন, এবং একান্ত চেষ্টায় সর্ব্বদা শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। সেই লোভান্ধ বিপ্র অব্যাজে অনায়াসেই বহু-মূল্য মণি মাণিক্য হীরকাদি প্রচুর ধন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

সেই ধনাপহারী অধার্ম্মিক-বিপ্র পথিমধ্যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করত আপনি আপনাকে কহিতেছেন, অদ্য আমি ধনী মানী সুখী হইলাম, আমি যে অতুল-সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া গৃহে গমন করিতেছি, ইহাতে জন-সমাজে মান্য হইয়া চিরকাল সুখে কাল যাপন করিব। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে আমার বাস-যোগ্য রম্য-অট্টালিকা প্রস্তুত করা উচিৎ, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া অপহার্য্য বস্তু সকল মনের সুখে পুনঃপুন ঈক্ষণ করিতেছেন; তথায় অনতি দূরস্থিত দস্যু-দল তাহা অবেক্ষণ করিয়া বিপ্রের অনুগমন করিতে লাগিল। যখন সেই ধর্ম্মদাস নিতান্ত নির্জ্জনে উপনীত হইলেন তখন পশ্চাৎ গামী চৌরেরা অধার্ম্মিক ধর্ম্মদাসের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিলেক, এবং তাহাকে গুরুতর-আঘাৎ করিয়া পরিধেয় পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ ধন-শোকে ভূমি লুণ্ঠন করত বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ধন-শোকে ধর্ম্মদাস জল-হীন মীনের ন্যায় ব্যাকুল হইতে-

ছেন, এইকালে সেই মণিকার ধনাপহারকের সমুচিত-দণ্ড বিধানার্থ রাজসমীপে যে বিচারের প্রার্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে শাসনকর্ত্তার অনুশাসন দ্বারা ত্রিংশৎ পদাতিক তথায় উপনীত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের গল হস্তে বন্ধন করত জীবনান্ত কারাগারে রুদ্ধ করিলেক। তখন সেই ধর্ম্মদাস চির-সঞ্চিত লোভ-বৃক্ষের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণায় পতিত হইলেন, এবং তাঁহার উত্তরোত্তর জ্ঞান-প্রভা প্রকাশ পাওয়াতে তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

(যথা)

অবিচারেষু কার্য্যেষু যদি বুদ্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
তদা পাপো ভবেত্তস্য নিত্যমেব নসংশয়ঃ॥

যদি অবিচারিত কার্য্যেতে বুদ্ধি দ্বারা প্রবর্ত্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তির প্রতিদিন অমঙ্গল হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

আমি যদি অগ্রে ইহা বিবেচনা করিতাম, এবং নীচ-প্রবৃত্তি লোভের বশীভূত না হইতাম, তবে কি অকূল অনুতাপ সাগরে নিমগ্ন হইতাম? আমার কি অজ্ঞানতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে। আমি সাধুজন-তুচ্ছীকৃত লৌকিক ধনের লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম-পবিত্র সাধু-সেবিত ধর্ম্ম-ধনে বঞ্চিত হইলাম। যদি আমার অন্তঃকরণ-প্রভূত-পরিশ্রমোপার্জ্জিত বিদ্যারূপ সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক পুনঃপুন বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম সমীপে গমন করিত, এবং সেই অমূল্য অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষে অবস্থিতি করিত, তবে কি আমি সামান্য ইক্ষু দণ্ডের লোভে সাধুগণ-প্রার্থিত অমৃত-ভাণ্ড হারাইতাম?

এক্ষণে আমার ঈদৃশী অবস্থার মূল-কারণ কেবল অসন্তোষ। যদ্যপি সেই মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতন-লাভে আমার অন্তঃকরণ সন্তোষে থাকিত তবে এরূপ কখন অনিবার্য্য মহোৎপাতে পতিত হইতাম না। যাহার মন নিরন্তর সন্তোষ থাকে তাহার কোন অভাব থাকে না, যাহার সর্ব্বদা অসন্তোষ তাহার সকলই অভাব।

(যথা)

সর্ব্বাঃসম্পত্তয় স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসং।
উপানদ্গূঢ় পাদস্য নতু চর্ম্মাবৃতেবভূঃ॥

যাহার মন পরিতুষ্ট তাহার সকলই সম্পত্তি, যেমন জুতাতে আবৃত চরণ যাহার তাহার সর্ব্বত্রই চর্ম্মেতে আবৃত, কিন্তু পৃথিবী চর্ম্মেতে আবৃতা নহে।

হায় আমার কি দৈব নির্ব্বন্ধ আমি বিবিধ বিদ্যার পারগ হইয়াও অন্ধ হইলাম। আমি যে শৈশবাবধি শাস্ত্র শিক্ষায় অশেষ ক্লেশ করিয়াছি তাহাতে কি অবশেষে এই ফল হইল। হায় কি দুঃখের বিষয় আমার সম হতভাগ্য আর কে আছে? অতএব আমাকে ধিক্, আমার বিদ্যাকে ধিক্, আমার জ্ঞানকে ধিক্, আমার জীবনকে ধিক্। আমার এই উপস্থিত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ আমারই কর্ম্মদোষ। দেহী সকল আপন কর্ম্মের ফল আপনিই ভোগ করে।

(যথা)

রোগ শোক পরীতাপ বন্ধন ব্যসনানিচ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং॥

নিজকৃত কর্ম্ম অপরাধ বৃক্ষ স্বরূপ দেহির রোগ শোক পরীতাপ বন্ধন ব্যসন ইহারা ফল হয়॥

বিজয়দত্ত নৃপতি কহিলেন হে হরি দত্ত! ধর্ম্মদাসের দুর্দ্দশা তোমার শ্রুতি গোচর হইল, অতএব এক্ষণে তুমি এক জন সুবিবেচক শিক্ষক অনুসন্ধান কর। বালক সকল প্রায় অবিকল শিক্ষক-স্বভাব গ্রহণ করে এই নিমিত্ত অগ্রেই বিচার পূর্ব্বক শিক্ষাচার্য্যের ধার্য্য করা উচিৎ। মনুষ্য-শরীরী সকল অগ্রে বিবেচনা করিয়া সকল কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে তাঁহারা কুত্রাপি দোষ ভাজন হন না। তখন হরিদত্ত বলিলেন, আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছি এক্ষণে এক পণ্ডিত-সভা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। সেই প্রাজ্ঞ সভামধ্যে অজ্ঞ বিজ্ঞ নীতিজ্ঞ সমুদায়ই প্রায় প্রকাশিত হইবেক। তৎকালীন যিনি ন্যায়-পরায়ণ ও শিক্ষা-দান-বিচক্ষণ বিবেচিত হইবেন তিনিই চন্দ্রচূড়ের বিদ্যা শিক্ষার্থ নিযুক্ত হইবেন।

কেবল সুস্বভাবান্বিত ও বিদ্বান্ হইলেই যে শিক্ষা বিষয়ে সুদক্ষ হন এমৎ নহে বালকদিগের অন্তঃকরণের ভাব গতিক নাজানিয়া উপদেশ প্রদান করা সে কেবল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির উপর আহুতি প্রদানের তুল্য। যদি কেহ বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সাতিশয় অনুরাগী হইয়া পুনঃপুন তাড়না ও ভৎর্সনা করেন, তবে সেই সকল বালকগণের ধারণা শক্তির প্রখরতা নাহইয়া উত্তরোত্তর বিরক্ত্যাদি নানা দোষ উদিত হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

এইক্ষণে এমৎ অনেক শিক্ষক আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে যে তাহারা বালকদিগের শরীর-সুস্থকারী ঈশ্বর-দত্ত চঞ্চল স্বভাব কে একবারে রোধ করিবার নিতান্ত অভিলাষী হন, এবং গভীর গর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা বিদ্যা শিক্ষায় তাড়না করেন। বালকদিগের দুস্ত্যাজ্য চঞ্চল স্বভাব দূর না হইয়া যদি কিঞ্চিৎ চঞ্চলতার উদয় হয় তবে তৎক্ষণাৎ সমন সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের কোমলাঙ্গে করাঘাৎ ও বেত্রাঘাৎ করিয়া থাকেন। এমৎ নির্ম্মায়িক ও অবিবেচক ব্যক্তিরা কি

শিক্ষকের যোগ্য হয়েন? জগদীশ্বর শিশুগণের শুভ সাধনার্থ চঞ্চল স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদের দেহ দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে এই কল্যানকর চঞ্চল স্বভাবকে একবারে নিবারণ করিলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সীমা থাকেনা, এবং সহসা কোন না কোন রোগোৎপত্তি হইবারও সম্ভাবনা।

যদি বালকগণ নিরন্তর তিরস্কৃত হয়েন তবে তাহারা শুভকর উৎসাহ বৃত্তিকে একবারেই জলাঞ্জলি দিয়া নানা ছল অবলম্বন পূর্ব্বক শিক্ষা বিষয় পরিত্যাগ করেন। অতএব বালকের উপদেশক হওয়া সামান্য কর্ম্ম নহে; অযোগ্য শিক্ষককে শিক্ষা প্রদান বিষয়ে নিযুক্ত করিলে বালকগণের অপকার ভিন্ন কখন উপকার হয় না। অতএব হে মহারাজ! অবিলম্বেই পণ্ডিত-গণ নিমন্ত্রণ্ পুর্ব্বক সুশোভন জ্ঞানি-সভা সংস্থাপন করণে অনুমতি করুন। রাজা হরিদত্তের কথায় হর্ষিত হইয়া মহৎ সভা সংস্থাপনে মনন করিলেন, এবং মন্ত্রিকে কহিলেন পণ্ডিতগণকে যেপ্রকারে সম্বোধন পুরঃসর নিমন্ত্রণ্ করিতে হয় সেই প্রকার স্থানেং তুমি নিমন্ত্রণ্ প্রেরণ কর, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রি, রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ পণ্ডিত সকলকে নিমন্ত্রণ্ পাঠাইলেন। সুধিগণ রাজকৃত নিমন্ত্রণ্ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন, তাঁহারা প্রায় অনেকেই এই বিবেচনা করিলেন, আমরা রাজসমীপে প্রতিপন্ন হইতে পারিলে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিব। অতএব কদাচ এবিষয়ে অলস করিয়া গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নহে, ধনাকাঙ্খি ব্যক্তিদের আলস্যাদি দোষ ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, শাস্ত্রেতেও ইহার প্রমাণ দৃষ্টি হইতেছে।

(যথা)

ষড় দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতি মিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘ সূত্রতা॥

ঐশ্বর্য্যেচ্ছু-পুরুষ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, অল্পকাল সাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ ত্যাগ করিবেক।

অনন্তর পণ্ডিতগণ বিচারার্থ ছাত্র সমভিব্যাহারে রাজভবনে উপনীত হইলেন। তথায় বিজয়দত্ত ভূপতি পরম-রম্য-হর্ম্ম সমীপে বিচিত্র-চিত্রিত আসন বিস্তৃত করিয়া সুন্দর-শোভাকর সামগ্রী সকল স্থানেং সংস্থাপন করিলেন, তত্রত্য মনোহর সুবাসিত-পুষ্পারস পুনঃপুন প্রক্ষেপ করাতে এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি নানা বিধ বিকষিত-কুসুম-সৌরভ সকল মৃদুমলয়-সমীরণ ধারণ করত সমাগত হওয়াতে সভা-ভবন অনির্ব্বচনীয় স্বর্গো পম হইয়া ছিল।

তদনন্তর নানা দিগ্দেশস্থ সাব্দিক স্মার্ত্তিক তার্কিক বৈদান্তিক সুধী সকল সুশোভিত-সভামধ্যে উপবেশন করিয়া পরস্পর বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক শাস্ত্রবিচারে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাহাতে ব্যাকরণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি এবং জ্যোতিষ দর্শনাদি নানাবিধ শাস্ত্রের প্রস্তাবিত-গূঢ়ার্থ সকল বিচার হইতে লাগিল। যখন পণ্ডিত গণের বিচার বিরাম হইল; তখন নক্ষত্র-নিকর-পরিবেষ্ঠিত-নিশাকরের ন্যায় বুধগণ-বেষ্ঠিত-সুপ্রতিষ্ঠিত-ভূপাল করযুগল পুটে সংসদি মধ্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে সভা-শোভা-সম্পাদনকারি-বুধগণ! আমার নিবেদন সকলে শ্রবণ করুন, ইদানী আমার পুত্র-চন্দ্রচূড়ের পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে অতএব তাহার বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিতি, কিন্তু ইহাতে আমার এই বিবেচনা হয়, শরীরী

সকল অবশ্যম্ভাবি ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকেন তাহা কেহ কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যদিও এরূপ হউক, তথাপি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, আমি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বুধগণ আহ্বান পুর্ব্বক এই সভা সংস্থাপন করিয়াছি, অতএব এই বর্ত্তমান সংসদি মধ্যে শিশু-শিক্ষা প্রদানে কে শুদক্ষ আছেন তিনি আমার সুকুমার-চন্দ্রচূড়কে নির্ম্মল জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাকে পরম বাধিত করুন।

নরেশ্বরের এই প্রস্তাব, সভাস্থ সকলের কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র প্রথমে বৈয়াকরণিক কোন পণ্ডিৎ দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহীপতে! কুমার কালাবধি শব্দ-শিক্ষা না করিলে মনুষ্যেরা কোন কালে প্রশংসিত গদ্য পদ্য রচনা করণে সক্ষম হন না, এবং প্রকৃতি প্রত্যয় ও তাহার সাধ্য সাধনার আলোচনা ভিন্ন পদ জ্ঞানের ও সম্ভাবনা নহে। মনুষ্য মাত্রের শব্দ লিঙ্গ ধাতু প্রত্যয়পদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা না থাকিলে কখন শুদ্ধ রূপে লিখন পঠন বিষয়ে সক্ষম হন না, বিশেষতঃ পরিশুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিবারও সম্ভাবনা নহে। অতএব আমি কহিতেছি রাজতনয় চন্দ্রচূড়কে আমার নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অনুমতি করুন, বালক কালাবধি শব্দ শিক্ষা করিলে লিখন পঠনে সুদক্ষ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের এই প্রকার বাক্য বিরাম হইলে নৈয়ায়িক কোন পণ্ডিৎ হাস্য পুর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে নরেন্দ্র! মম বাক্যে শ্রুতিপাৎ কর। যেমন সর্পধারী ব্যক্তিরা সর্পমন্ত্র অভ্যাস করিয়া ইতস্ততঃ ভিক্ষা করত কালযাপন করে, এবং তাহারা যেমন আপন অভ্যাসিত-মন্ত্রের কিছুমাত্র অর্থবোধ করিতে সক্ষম

হয়না, তদ্রূপ বৈয়াকরণিক ব্যক্তিরা ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং শব্দ ধাতু প্রত্যয় পুনঃপুন কেবল উচ্চারণ করিয়া কাল যাপন করেন, কিন্তু সে সকল পদের অর্থ তাঁহারা কিছু মাত্র জানিতে পারেন না। মহামুনি-গৌতম-প্রণীত দর্পণ-স্বরূপ তর্ক-শাস্ত্র যাহার অধ্যয়ন হয়নাই তাহাদের পদার্থ বোধ ইহ জন্মেও হইবার সম্ভাবনা নহে, অধিক কি কহিব তাঁহারা মানব-মণ্ডলীতে গণ্য হইতে পারেন না, অর্থ-জ্ঞান ভিন্ন বাক্য কহা ও পক্ষিজাতির রাধাকৃষ্ণ পাঠ করা উভয়ই তুল্য। অতএব পদার্থ নিরূপণ তর্কশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের প্রধান, যিনি অজ্ঞান নাশক ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি নিঃসংশয়ে সংশয় সকল তর্ক বিতর্ক দ্বারা নাশ করিয়া পরম সুখাস্পদ হইয়াছেন, অতএব হে ধীরাজ! নবকুমার চন্দ্রচূড়কে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আমার চতুষ্পাটীতে নিয়োগ করুন, আমি শিক্ষা প্রদানার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিব। এই শিশু কালাবধি ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিলে ন্যায় অন্যায় বিচারে সুনিপুণ হইবেন, কোন কালেও আর ভ্রম-জালে পতিত হইবেন না।

এই প্রকার নৈয়ায়িকের বাক্য সমাপন হইলে বৈদান্তিক অহংকার ধারণ পূর্ব্বক কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, হে নরাধিপ! নৈয়ায়িক মনুষ্যেরা নিরর্থক অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক করিয়া কাল ক্ষেপ করে, কেবল ঘটত্ব পটত্বের তর্ক করিলে পরমার্থের কি হইতে পারে? ভবসাগরে পতিত ব্যক্তিদের ধর্ম্ম-তরি অবলম্বন করাই একমাত্র উপায়; সেই উপায়-বিহীন হইলে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দিনং মোহাবর্ত্তে ভ্রমণ করত ভয়ঙ্কর গভীর-পথে গমন করিতে হয়, তাহার সংশয় নাই। অতএব ধর্ম্ম শিক্ষা করা ও পুনঃপুন ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা মানব জাতির সৌভাগ্যের বিষয়। বালক কালাবধি ধর্ম্ম-

বিষয়ে উপদেশিত না হইলে উত্তর কালে মহোৎপাতে পতিত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। যেমন অন্ধ ব্যক্তির মনোহর-চিত্র ও বধির-ব্যক্তির সুললিত-গীত কখনই সুখ জনক হয়না, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তির কি ইহকালে কি পরকালে কখনই সুখ ভোগ হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজবংশ্যাদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান বিহীন হইলে তাহারা রাজ্য-মধ্যে কখনই পূজ্য হইতে পারেন না, বরং তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবত্তি সকল দিনং উত্তেজিত হইয়া সহসা উৎকট-প্রমাদ-সমুদ্রে তাঁহাদিগকে নিঃক্ষেপ করিতে পারে। অতএব আমি বলিতেছি রাজতনয় চন্দ্রচূড়ের বেদার্থ-জ্ঞান জন্য অগ্রে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত করা আবশ্যক। বালক কালাবধি ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইলে সুদৃঢ় রূপে ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া ন্যায়ানুরূপ বিচার পূর্ব্বক রাজ্য পালনে পটুতর হইবেন, এই নিমিত্ত আমি কহিতেছি, হে ভূপাল! আপনি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি অভিলাষ হয় তবে আমার নিকট বেদান্ত-শাস্ত্রা ধ্যয়নে চন্দ্রচূড়কে নিযুক্ত করুন।

এইপ্রকার পণ্ডিতগণের ভিন্নং মতশ্রবণ করিয়া নরেশ্বর হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন হে বুধগণ! পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক আমার সন্তান তাহার অক্ষরাদি জ্ঞান নাই, বিশেষতঃ এপর্য্যন্ত বিদ্যারম্ভও হয় নাই, অতএব আপনকাদের কথিত বিষয় কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? এক্ষণে গূঢ়ার্থ কঠীন শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করা কি কখন কর্ত্তব্য হইতে পারে?॥

তদনন্তর সকল-নীতি-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ-মাধবাচার্য্য নামক এক পণ্ডিতবর দেবাচার্য্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পবিত্র সুধাময়-বাক্য বর্ষণ করিয়া নৃপতির অন্তঃকরণকে আর্দ্র করিলেন। বিজয়দত্ত ভূপতি সুপণ্ডিৎ মাধবাচার্য্যকে অগ্রবর্ত্তি দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর সবিনয়ে কহিতে

লাগিলেন। হে জ্ঞানিবর-মাধবাচার্য্য! এই ধরণীতলে বিদ্বান ব্যক্তি অনেকই দৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু বালকদিগের শিক্ষা-কুশল সম্পন্ন অতি বিরল, অদ্য আপনকার সহিত আমার-সন্দর্শন-হওয়া পরম-সৌভাগ্যের বিষয়। অদ্য ভাগ্য বশতঃ আপনকার উপস্থিতি হওয়াতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইতেছে আমার প্রিয়-পুত্র চন্দ্রচূড় আপনকার প্রসাদে পবিত্র-পীযুষ স্বরূপ বিদ্যারস অহরহ পানকরিয়া অবশ্যপরিতৃপ্ত হইবেন। যদিও তাঁহার কুৎসিত-মেধা অথবা অনার্ষেশ-দোষ থাকে তথাপি মহৎ-সহবাস-ফলে অবশ্যই মহৎ-গুণের উদয় হইবেক. তাহার সন্দেহ নাই।

(যথা)

যথোদয় গিরের্দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎ সন্নিধানেন হীন বর্ণোপি দীপ্যতে ॥

যেমন উদয়াচলস্থ দ্রব্য সকল সূর্য্য-সন্নিধানে দীপ্তিপায়, তেমনি সৎ সন্নিধানেতে হীন বর্ণও দীপ্তি পায়।

কাঁচঃ কাঞ্চন সংসর্গাদ্ধত্তে মারকতী দ্যুতীঃ।
তথা সৎ সন্নিধানেন মূর্খোযাতি প্রবীণতাং ॥

কাঞ্চন সংসর্গেতে কাঁচ যেমন মরকত মণির দীপ্তিকে ধারণ করে তেমনি পণ্ডিত-সন্নিধানেতে মূর্খও প্রবীণত্বকে পায়।

এইপ্রকার নানারূপ সম্ভাষণের পর রাজতিলক বিজয় দত্ত নৃপতি বহুমান প্রদান পূর্ব্বক স্বীয়াত্মজ চন্দ্রচূড়কে আনয়ন করিয়া সভামধ্যে বিদ্যাশিক্ষার্থ সুপণ্ডিত-মাধবাচার্য্যকে

সমর্পণ করিলেন। অনন্তর মাধবাচার্য্য চন্দ্রচূড়ের সহিত সানন্দচিত্তে মনোহর প্রাসাদ মধ্যে উপবেশন করিয়া বিদ্যো-পদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

সদ্বিবেচক মাধবাচার্য্য আপন অন্তঃকরণে এইরূপ বিবেচনা করিলেন, বালকেরা নিরন্তর চঞ্চল-পরায়ণ হইয়া অগ্রলব্ধ মনোহর দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতনং সামগ্রী লাভের অভিলাষী হয়, এবং নিরন্তর একস্থানে অবস্থিতি করণে সমর্থ না হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করে; এরূপ বালক-স্বভাব নিবারণের চেষ্টা করিলে ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া বিরক্ত্যাদি নানা দোষ সমুদ্ভূত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমিও চঞ্চলমতি-চন্দ্রচূড়ের সহিত উৎসাহবর্দ্ধক ক্রীড়া-পথ অবলম্বন করত জ্ঞানোপদেশ প্রদান করি; ইহাতে রাজ-তনয়ের শিক্ষা-পরিশ্রম কখন অনুভূত হইবেক না। ইত্যাদি মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া প্রথমে নানা সুদৃশ্য প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা তিনি বিবিধ জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; তদনন্তর পুস্তকাদি পাঠে নিযুক্ত করিলেন। এই রূপে নৃপতনয় অহরহ উপদেশিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই এমৎ বিচক্ষণ হইলেন যে গূঢ়ার্থ অহং বিষয় সকলের (অকলীলায়) (তত্ত্ব নিরূপণ করিতে) সক্ষম হইলেন। তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে খগোল ভূগোল সাহিত্য ও বিজ্ঞান দর্শনাদি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইল। অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া মানব-জাতির যে প্রকার জ্ঞানের আবশ্যক তাহা নৃপকুমার চন্দ্রচূড়ের হৃদয়াগারে সমুদায় সঞ্চিত হইল।

(উপদেশ)

একদা মাধবাচার্য্য রাজতনয় চন্দ্রচূড়কে কহিলেন, হে পবিত্র-মেধাবি-চন্দ্রচূড়! অস্মদ্বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর; ইহাতে ত্বদীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির উত্তরোত্তর উন্নতি হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

কেবল বিবিধ-বিদ্যা-পারদর্শী হইলেই যে মানব-শরীর হইতে ভ্রম ও অবিবেকতা একবারেই নির্ব্বাসিত হইয়া দূরে পলায়ন করে এমৎ কোন ক্রমেই নহে, অতএব সুবিচক্ষণ ও বিদ্বান জন-গণের সহিত সদ্ভাবে আলাপ ও স্বকীয় মত নিরন্তর পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই রূপ অহরহ আলোচনা দ্বারা স্বীয় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি হেতুক নিজ কল্পনার প্রতি অনুরাগ ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি বহু বিধ, মহান্ দোষ সংশোধন হইয়া থাকে, এবং সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।

দেহীমাত্রই নানা দোষের আকর; কিন্তু যিনি অভিজ্ঞতা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছেন তিনিই মহান্ ও সাধু। সাধু-লোকেরা অনর্থকর দোষের দমন করণে নিরন্তর তৎপর, এবং সদ্গুণ উদ্দীপনে একান্ত সচেষ্টিত হয়েন, হিংসাদি গুরুতর দোষ তাঁহাদের চিত্ত-ভূমিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কোন ক্রমেই প্রকাশিত হইতে পারেনা বরং পবিত্র সুধাময় দয়া-রসে সদত অন্তঃকরণ নিমগ্ন হইয়া থাকে। দয়া-গুণের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাঁহার অন্তঃকরণে দয়াগুণের সঞ্চার থাকে তিনি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গোপম সুখ-ভোগে অবিরত, পরিতৃপ্ত হন, এবং অহংকার হিংসাদি জঘন্য-দোষ সকল তাঁহার সমীপবর্ত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে জ্ঞানাভিলাষী চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা

করিলেন হে জ্ঞানদাতঃ! পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর মানব-শরীরীকে দয়া-গুণ প্রদান করিয়া মানবগণের কিরূপ কুশল সম্পাদন করিয়াছেন তাহা শ্রবণার্থ আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিতেছে; অতএব আপনি কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক অস্মদাদির অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করণে মনন করুন। মাধবাচার্য্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পরের দুঃখ বিমোচনে প্রবৃত্তি হইবার নিমিত্ত জগদীশ্বর মানব-জাতিকে দয়া দিয়াছেন। সমস্ত গুণাপেক্ষা দয়া অতি প্রধান গুণ। যদি ধরাতলে, নরজাতিকে দয়াগুণ প্রদান না করিতেন তবে কত শত অনর্থ ঘটনা হইত, তাহা প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে কেহই সমর্থ হইতে পারে না। আদৌ দয়াহীন মানবের ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সমুদায় দূরে পলায়ন করে, এবং হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বিপুল-রিপু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি ঘোরতর অশুভ উৎপাতে পাতিত করে। নির্দ্দয়িক-মানব-গণ এমৎ দুর্দ্দান্ত ও ভয়ানক হয় যে সময় বিশেষে হত্যা করণেও পরাঙ্মুখ হয়না। এমৎ আচারের প্রচার থাকিলে কি কেহ কখন সুখ-ভাজন হইতে পারিতেন?

এই জীব-পূরিত-অবনী মধ্যে মনুষ্যগণ যে নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন বিবেচনা করিতে হইলে দয়াই তাহার অদ্বিতীয় মূল কারণ বোধ হয়। এই নির্ম্মল-সুধাকর-পবিত্র-দয়ার প্রভাবে সকলে পুত্র কলত্রাদি পরিবার প্রতিপালনে ব্যাশক্ত হইতেছেন ও দীন দুঃখি রোগিগণের মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে, এবং বিপন্ন-ব্যক্তিরা বিপদ-বিমোচনে কৃতার্থ হইতেছেন; দয়া ব্যতিরেকে, এমৎ কোন বিষয় সম্পন্ন হইবার সম্ভব নহে। অতএব যখন জগদীশ্বর সমস্ত শুভ-সাধনার্থ মনুষ্য-জাতিকে দয়া রূপ শ্রেষ্ঠ গুণ প্রদান করিয়াছেন,

এবং ভিন্নং অবস্থায় দেহী সকলকে সংস্থাপন করিয়াছেন তখন ধনীলোকের দীন দুঃখী প্রতিপালন করা, ও সাধুলোকের সতত সৎ উপদেশ প্রদান করা, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানব-কলেবর ধারণ করিয়া যিনি যত দূর পর্য্যন্ত দয়াবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করণে সমর্থ হন তাঁহার তদংশে ত্রুটি করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। রোগাতুর ও পর্ণ-শয্যাশায়ী অথবা অশন-বিহীনে ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত ইত্যাদি নিরাশ্রয়-ব্যক্তির যিনি আশ্রয় হন, তাঁহারই শরীর সার্থক, এবং তিনিই ঈশ্বরাভি-প্রেত কার্য্য করিতেছেন। বিশেষতঃ পরোপকার সদৃশ সৎকর্ম্ম পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এই ভূমণ্ডলস্থ-মানব-মণ্ডলীতে যাবতীয় মহৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে দয়াই তাহার এক-মাত্র নিদান। দয়া না থাকিলে ভক্তি প্রীতি বিনয় প্রভৃতি কিছুই থাকিবার সম্ভব নহে। যে ব্যক্তির অন্তকরণে দয়াগুণের উদয় না হয় তাহার সে জীবন বৃথা।

(যথা)

যেনাত্মনা নচগুরু র্নচভৃত্য বর্গে, দীনে দয়াং নকুরুতে নচ বন্ধু বর্গে। কিন্তস্য জীবিত ফলেন মনুষ্য লোকে, কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্ক্তে॥

যে আপনার উপদেশক নয়, আর দাস বর্গে দয়া না করে, আর দরিদ্র লোককে দয়া না করে, আর মিত্র বর্গে দয়া না করে, মনুষ্য লোকে তাহার জীবনে কি ফল? কাকও অনেক কাল বাঁচে বলিও ভোজন করে।

যিনি নিরবচ্ছিন্ন দয়াবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করেন তিনিই মানবগণের অগ্রগণ্য হইয়া নিরন্তর পবিত্র-ধর্ম্ম-সঞ্চয় করেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ সাংসারিক কার্য্য সুচারু সম্পাদনার্থ বিনয় ও নম্রতার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সংসারী ব্যক্তিরা দয়ালু না হইলে কদাচ বিনীত ও নম্র হইতে পারে না। অবিনয়ী ব্যক্তি যদি ন্যায়-পরায়ণ যথার্থ-বাদী ও ধর্ম্মশীল হয়েন তথাপিও তিনি এক শুভকর বিনয়-গুণ বিহীনে সাংসারিক ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, এবং তিনি সকলের অপ্রশংসিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি প্রসংগোত্থিত বিনয়-গুণের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি; নৃপতনয় মনোযোগ কর।

"বিনয় মানব গণের শোভা সম্পাদন করে"। যিনি বিনয় গুণাবলম্বী হইয়া সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারে তৎপর, তিনি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্নিরীক্ষ ধরাতলস্থ-সমস্ত-বস্তুকে অবলীলায় করতলস্থ করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কেহ দুর্ব্বিপাক বশতঃ প্রতারণা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি অত্যুৎ-কট দোষে দূষিত হইয়া থাকেন তিনিও যদি সেই প্রতারিত ও ত্যক্ত-বিশ্বাসির সমক্ষে একান্ত বিনয় প্রকাশ করেন তবে অবশ্য তিনি স্বীয়ান্তরিক-সমুজ্জ্বলিত-গুরুতর-দুঃখ দূরকরিয়া সেই কৃতাগস-ব্যক্তিকে কৃপা প্রকাশ করেন, ইহার সংশয় নাই।

অতএব বিনয় মানবগণের পরম শুভকর; যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন বিনয়াবলম্বন পূর্ব্বক সেই সমস্ত কার্য্য সমাধা করা উচিৎ। যদি কেহ বিনয় গুণ অবহেলন পূর্ব্বক সগর্ব্বিত-চিত্তে জ্ঞাতি কুটম্ব পরিবার অথবা প্রার্থিত ব্যক্তির আশা অকাতরে পরিপূরণ করেন, এবং দীন দুঃখী অনাথ ব্যক্তির নিরন্তর দৈন্য-দশা দূর করিয়া থাকেন ও বিপন্ন

ব্যক্তির বিপদ-মোচনে অকাতর থাকেন তিনিও জন-সমাজে প্রশংসিত ও মান্য না হইয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকেন।

এই ভূতাধার-ধরামণ্ডলস্থ-ব্যক্তি কেহ মানব-মণ্ডলী মধ্যে উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদিও রূপ-যৌবন-সম্পন্ন ও সুশোভন-গুণান্বিত এবং উচ্চ-পদারূঢ় হয়েন তথাপি তাঁহার সম-কক্ষ-ব্যক্তির ও নীচ-ব্যক্তির সহিত যোগ্যানুরূপ সবিনয় সম্ভাষণ করা উচিৎ। প্রাণান্ত পর্য্যন্তও কর্কশ ও ঘৃণাকর বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা সর্ব্বদা বিবেচনা করা উচিৎ যে পর-চিত্ত-সন্তোষকারী মধুর-বাক্য উচ্চারণ করিতে যে সময় ব্যয় ও যে পরিশ্রম হয় নিষ্ঠুর ঘৃণাকর অসন্তোষ-জনক বাক্য ব্যয় করিতেও সেই সময় ব্যয় ও সেই পরিশ্রম হইয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই; ইহাতে অমৃত রূপ বিনয়-বাক্য বর্ষণে বিমুখ হইয়া গরলবৎ কদর্য্য-বাক্য বর্ষণে রত হওয়া কেবল আপনারই মূর্খতা প্রকাশ করা মাত্র। প্রিয়বাদি লোকের সমস্ত লোক আত্মীয় তাঁহাকে কেহ কখন পর বিবেচনা করেন না।

(যথা)

কোতিভারঃ সমর্থানাং কিংদূরং ব্যবসায়িনাং।
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃপরঃ প্রিয়বাদিনাং॥

বলবান ব্যক্তিদের ভার নাই, ব্যবসায়ি ব্যক্তিদের দূর নাই; বিদ্বান ব্যক্তিদের বিদেশ নাই, প্রিয়ভাষি ব্যক্তিদের পর নাই।

আধুনিক অনেকেই প্রায় এমৎ কুৎসিতাচারী আছেন তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও স্বভাব বর্ণনা করিয়া শেষ করা

যায় না। যদি কেহ পরোপকারার্থ অথবা স্বকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ এক খানি অভিনব পুস্তক প্রস্তুত করেন তাহা দৃষ্টি মাত্রই সেই ক্ষুদ্রাত্মা লোকেরা ঈর্ষা পরবশ হইয়া সেই পুস্তকের তাৎপর্য্য ও তাহার সদ্গুণের প্রতি নেত্রপাৎ না করিয়া একান্ত চিত্তে কেবল দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং সেই পুস্তক যাহাতে প্রচলিত না হয় এমৎ চেষ্টায় সচেষ্টিত হয়েন। যদিও সেই পুস্তকের অভ্যন্তরে সুললিত-মধুর-ভাষা ও সুচারু-শোভাকর-অলঙ্কার বা জগদানন্দকর-তাৎপর্য্য নিবেশিত থাকে তথাপিও তিনি পাঠ্য-যোগ্য কিম্বা শ্রুত-যোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন না; যাহাতে পরের অনুপকার এবং পরের অন্তঃকরণে ক্ষোভ জন্মে তাহাই তাঁহাদের একান্ত চেষ্টা। তাঁহারা এক বারও বিবেচনা করেন না যে ইহলোকে লোক-সমাজে ঘৃণীত ও কলঙ্কিত হইতেছি এবং পরকালে পরাৎপর পরমেশ্বর সমীপে কৃতাপরাধী হইতেছি। তাঁহাদের ধরাতলে অবস্থিতি করা কেবল সজ্জন-সমূহের ক্লেশের নিমিত্ত।

অপর এমত মায়াবী কোনং মানব আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে যে তাঁহাদের রীতি নীতি অবলোকন মাত্রই অতীব আশ্চর্য্যবোধ হয়। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা এক বারও স্বীয়ান্তঃ-করণে ভাবনা করেন না যে জন সমাজে ঘৃণীত ও উপহাসাস্পদ হইতেছি। তাঁহারা এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল পরিচিত-সন্তোষকর অসত্যবাগ্বিন্যাসে নিপুণ হইয়াছেন। তাঁহারা আজন্মাবধি কোন শাস্ত্র-শিক্ষা বা কোন সৎউপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই অতএব সদসৎ বিবেচনা কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন মীমাংসা তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষের অগোচর? কিন্তু কি অদ্ভুত স্বভাব! যদি তাঁহাদিগের সমক্ষে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অথবা কোন শাস্ত্র বিষয়ের কথা উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ উচ্চতর চাপল্যতা পূর্ব্বক স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব-সম্পাদনে তৎপর হয়েন,

এবং আপনার প্রতিপত্তি লাভ হেতুক বিজ্ঞতম সুধী সমূহকেও অবজ্ঞা করিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহাদের কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, ও কাহাকে শাস্ত্র বলে এমৎ জ্ঞান না থাকাতেও তিনি সাক্ষাৎ শাস্ত্র-বক্তা ও অদ্বিতীয়-ধর্ম্ম-পরায়ণ স্বরূপ হইয়া জন-সমাজে ভান করিয়া থাঁকেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব-কৃত-কুকার্য্য-সমুদায় তিরোহিত করণের যত চেষ্টা করেন, তএন্থ মানবগণ সেই ভানকারি-ব্যক্তিকে ততই অবজ্ঞা ও উপহাস করেন।

এমৎ দুর্জ্জন মনুষ্যেরা সজ্জন-সমাজে পুনঃপুন তিরস্কৃত ও ঘৃণীত হইয়াও নিজ-দোষের প্রতি একবারও অবলোকন করেন না। যদি কেহ তাঁহাদের দুর্নীতি নিবারণার্থ শুভকর উপদেশ প্রদান করেন তবে সেই হিতাকাঙ্খি উপদেষ্টার প্রতি অনির্ব্বাচ্য অপভাষা প্রয়োগ করত ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়েন। দুর্জ্জন ব্যক্তিরা অহরহ সেবিত হইলেও নিজ-সঞ্চিত স্বভাব কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

(যথা)

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্য মানোপিনিত্যশঃ।
স্বেদনা ভ্যঙ্গনো পায়ৈশ্বপুচ্ছ মিব নামিতং॥

নিরন্তর সেব্যমান হইলেও দুষ্ট লোকেরা সারল্য পায় না, যেমন তাপ ও তৈলাদি মর্দ্দন দ্বারা কুক্কুরের লাঙ্গুল সোজা হয় না।

অনেকানেক মনুষ্যেরা নানা প্রকার কুৎসিতাচারে রত হওয়াতে তাঁহারা কদাচারী ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সদসদ্বিবেচনা শূন্য হইবার মূলকারণ কেবল ভ্রম ও অহংকার।

এক্ষণে এই উভয়ের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় কথনে মনস্থ করিতেছি, হে সুবুদ্ধিশালি চন্দ্রচূড়! স্থিরচিত্তে শ্রুতিপাৎ কর।

প্রথমতঃ। মানব জাতির বিদ্যা অমূল্য ধন, যাঁহারা সেই অসামান্য ধনে বঞ্চিত, তাঁহারা নিরন্তর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছাদিত থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের বিবেচনা শক্তি অতি ক্ষীণ। এমত ব্যক্তি দিগের সমীপে যিনি যাহা কহেন তাহাতেই সেই বিদ্যা-বিহীন মানবেরা দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এক বার বিশ্বাস জন্মিলে তাঁহাদের চিত্ত-ভূমি হইতে কোন ক্রমেই আর অপনীত হইবার সম্ভাবনা নহে, সুতরাং তাহারা গভীরভ্রম-কূপে পতিত হইয়া নানামত কুৎসিতকার্য্যে রত হয়।

জ্ঞানী লোকেরও কথনং ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণে সেই ভ্রম চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদিও কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের অন্তকরণে ভ্রমের উদয় হউক, তথাপি তাঁহারা সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া কখন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে রত হয়েন না, বরং বিদ্যাবলে তাঁহাদের অন্তকরণে এমত জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যে কস্মিন্ কালেও ভ্রম আর মনকে আক্রমণ করিতে পারে না। বিদ্বান্ লোকেরা কোন উপদেশ প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইয়া সেই উপদেষ্টার প্রতি চির-বাধিত হয়েন, কিন্তু মূর্খ লোকেরা সেরূপ নহে, যদি সাধু ব্যক্তিরা কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক মূঢ় মনুষ্যের প্রতি কোন সৎ উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার উদয় হওয়া দূরে থাকুক, ক্রোধের সীমা থাকে না। অতএব মূর্খের প্রতি কোন উপদেশ প্রদান করা কেবল ক্রোধের নিমিত্ত হয়, কোন উপকার তাহাতে সম্ভবে না।

(যথা).

পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় নশান্তয়ে॥

যেমন সর্পের দুগ্ধপান কেবল বিষ-বর্দ্ধক হয়, তেমনি মূঢ়দিগের উপদেশ কেবল ক্রোধের নিমিত্ত হয়, কখন শান্তির নিমিত্ত হয় না॥

মূর্খব্যক্তিরা ভয়ঙ্কর-অহঙ্কারের আধার। এই অবনীর অভ্যান্তরে মিত্র-হত্যা, জ্ঞাতি-হত্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি গুরুতর দুষ্কার্য্য যত উদ্ভূত হয়, অহংকারই তাহার প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ। আপনি আপনাকে মহৎ ও গুরু ইত্যাদি যে বিবেচনা, তাহাকে অহংকার কহে। অহংকার অখিল অমঙ্গলের নিদান; যিনি অহংকারে অভিভূত হইয়া এই অবনীতে বিচরণ করেন, তিনি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে গোষ্পদ তুল্য ক্ষুদ্র বিবেচনা করেন। তিনি চন্দ্রের তুল্য বিশুদ্ধ বংশকেও আপন বংশ সদৃশ জ্ঞান করেন না, এবং বিশাল-কুলোদ্ভব-জগদ্বিখ্যাত-ব্যক্তিকেও, তৃণতুল্য বোধ করেন; কেবল আপনার অসাধারণ সৌন্দর্য্যতা ও আপনিই অদ্বিতীয় মহান্ ইত্যাদি স্থির-বোধে দিনাবসান করেন। অহংকার-পরায়ণ ব্যক্তিরা জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, পুত্র, কলত্রাদি পর্য্যন্ত হত্যা করণে বিমুখ নহেন। এই ধরাধারস্থ-জীবগণের বিবাদ, বিসম্বাদ, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ও ঘোরতর সংগ্রাম প্রভৃতি যেং অশুভ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে অহংকারই তাহার মূল কারণ, অতএব অহঙ্কারের পর ত্রিভুবনে আর রিপু নাই।

(যথা)

নাস্তিমায়া সমঃ পাশোনহি যোগাৎ পরং বলং।
নাস্তি জ্ঞান সমো বন্ধু র্না হংকারাৎ পরো রিপুঃ॥

মায়ার সমান পাশ নাই, যোগের সমান বল নাই, জ্ঞানের সমান বন্ধু নাই, অহংকারের সমান শত্রু নাই।

অহংকারী ব্যক্তিরা ক্ষণ মাত্রও বিবেচনা করেন না যে আমরা ক্ষণ-ভঙ্গুর ভৌতিক-কলেবর ধারণ করিয়া এই অবনীতে অত্যল্পকাল বিচরণ করিব, এবং পরিশেষে চিদানন্দের বিচার-পথে অবশ্য দণ্ডায়মান হইব। কি আশ্চর্য্য! অবলীলায় তাঁহারা মহতের মান হানি, ও অন্য-সঞ্চিত-ধনের অপহরণ প্রভৃতি অত্যুৎকট কুকর্ম্মে রত হয়েন। যেমন, অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মনুষ্যেরা অজ্ঞানে অভিভূত হয়, তেমনি তম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের অহংকার প্রভাবে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। অতএব তমোগুণ মনোমন্দিরে যাহাতে প্রবিষ্ট না হয় এমৎ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকা মানব জাতির অতীব কর্ত্তব্য।

যদি কেহ বিবেচনা করেন জগদীশ্বর যাহা দেন তাহাই শুভকর ও যাহা সৃজন করিয়াছেন সে সমুদায়ই জীবচয়ের সুখ-সমৃদ্ধির নিমিত্ত, অতএব পরমেশ্বর যখন মানব জাতিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রদান করিয়াছেন তখন আপাতত গর্হিত বোধ হইলেও সর্ব্বদা তদ্বৎ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ইত্যাদি বিবেচনাকে অভ্রান্ত বোধ করিয়া যাঁহারা কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে ব্যাসক্ত হন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ অগাধ ভ্রম-কূপে নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছে। ভ্রমাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্ত-বিষয় অভ্রান্ত বিবেচনা হয়, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। যিনি যখন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন প্রদর্শন করেন, তিনি তৎকালে কি কখন স্বপ্নকে স্বপ্ন বিবেচনা করিতে সক্ষম হন? এবং যিনি যখন কোন কারণ বশতঃ অচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করেন, তিনি তখন কি স্বীয় অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন? অতএব ঈশ্বর-দত্ত বিবেচনায় নিরন্তর কাম ক্রোধাদি অবলম্বন করাকে যাঁহারা অভ্রান্ত বোধ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রমাক্রান্ত চিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর যখন কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সৃজন করিয়াছেন, তখন জীব-চয়ের পরম শুভার্থেই হইয়াছে বটে। কিন্তু মানবগণ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে বিলিপ্ত না হইয়া যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান সহকারে সংসার নির্ব্বাহার্থ কামাদি অবলম্বন করেন, এবং আততায়ি-শত্রু নিবারণার্থ অপরাজিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সহকারে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তবে তিনি ঈশ্বরাভি-প্রেত কার্য্য করিয়া দুষ্প্রাপ্য ধন্য-পদ লাভ করিতে পারেন। আর যিনি নিয়মিত রূপে কাম ক্রোধাদির অবলম্বনে শক্ত না হইয়া নিরন্তর তাহাতেই বিলিপ্ত থাকেন, তিনিই অধার্ম্মিক ও দুরাত্মা। অতএব কাম ক্রোধাদিকে আপনার বশীভূত রাখিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্য সাধন করা মানবগণের নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য জগদীশ্বর কাম ক্রোধাদির সৃজন করিয়া মানব জাতিকে তৎশাসনের ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইত্যাদি-বিবেচনা-শূন্য মানবগণ স্ব স্ব উৎকৃষ্টতা লাভে অবশ্য বঞ্চিত হয়েন। মনুষ্যেরা নিজ২ কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ ও নীচ পথে গমন করিয়া থাকেন।

(যথা)

যাত্যধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

কূপের খনন কর্ত্তা যেমন নীচেতে২ যায়, এবং প্রাচীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা যেমন উচ্চেতে২ যায়, এইরূপ মনুষ্য আপন কর্ম্মদ্বারা নীচেতে যায়, এবং উচ্চেতে যায়।

অতএব মনুষ্য জাতি যখন অখিল জীবগণের অধীশ্বর হইয়া এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং যখন জগৎ-কারির অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি সম্পাদনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন স্বকীয় দুশ্চরিত্র দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও ঘৃণাকর। বরঞ্চ বিজ্ঞান পরাক্রম ও কীর্ত্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়া যদি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করেন, তবে সেই অত্যল্প কাল সজীব থাকিলেও সুধীগণ তাঁহাকেই জীবিত কহিয়া থাকেন, নতুবা শত সহস্র বৎসর সজীব থাকিলেও তাহাকে জীবিত কহেন না।

(যথা)

যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈঃ বিজ্ঞান বিক্রম যশোভি রভজ্যমানং। তন্নাম জীবিত মিহ প্রবদন্তি ধীরাঃ কাকোপি জীবতি চিরায় বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে।

মনুস্য কর্ত্তৃক খ্যাত হইয়া বিজ্ঞান ও বিক্রম ও কীর্ত্তিতে অভজ্যমান হইয়া এক ক্ষণও যিনি বাঁচেন পণ্ডিতেরা তাহাকেই

জীবিত কহিয়া থাকেন নতুবা কাকও চিরকাল বাঁচে ও বলিও ভোজন করে।

মনুষ্য জাতির বাল্যকালাবধি বিদ্যানুশীলন ও সর্ব্বদা, সদ্বিষয়ের চর্চ্চা না থাকিলেই পরিশেষে তাঁহারা জ্ঞান-শূণ্য হইয়া দুর্বৃত্ত অবলম্বন করেন, অতএব শৈশবকালাবধি বিদ্যানুশীলন করা ও সৎকথার আন্দোলনে রত থাকা মানব জাতির মুখ্য কর্ম্ম। কিন্তু সদ্গুরুর সকাশে অধ্যয়ন এবং মহতের উপদেশ গ্রহণ না করিলে বিদ্যার্থি ব্যক্তির প্রচুর জ্ঞান কখনই জন্মেনা। হে রাজতনয়চন্দ্রচুড়! যদি প্রসঙ্গাধীন বিদ্যার বিষয় উপস্থিত হইল, তবে এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষার বিষয় কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

আদৌ পদ এবং পদার্থের প্রভেদ করিতে শিক্ষা করিয়া যে যে বিষয় অভ্যাস করণের আবশ্যক হয়, তদ্বিষয়ে কেবল শব্দ মাত্র অভ্যাস করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, তাহার যথার্থ মর্ম্ম অগ্রে অনুধাবন করা আবশ্যক, কেননা অপূর্ব্ব উপাদেয় ফলের অন্তর্ব্বর্ত্তি সার-ভাগে বঞ্চিত হইয়া অসন্তোষ-জনক ত্বগাদি লাভে সকলেরই বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে।

নব্য-বিদ্যার্থি ব্যক্তির কখন কর্ত্তব্য নহে অগ্রে সরল অথচ প্রয়োজনীয় বিদ্যার সাধনা না করিয়া গূঢ়ার্থ, কঠিন এবং অস্পষ্টভাব-ঘটিত শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্নশীল হন, কারণ তাঁহাদের সেই ক্ষমতাতীত বিষয়ের চেষ্টা করাতে বুদ্ধি-বৃত্তির ক্ষীণতা ও উত্তরোত্তর ভ্রম-লাভ হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রের মূল-সূত্র না জানিয়া একবারে মধ্যস্থলের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া সেই পরিশ্রম কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হয়।

বিদ্যা শিক্ষার এই প্রধান রীতি। প্রথমতঃ শাস্ত্রের অতিক্ষুদ্র শাখায় সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিতে হয়, পশ্চাৎ তৎ

সম্পর্কীয় অথচ অপরিচিত শাখায় আরোহণ করিতে হয়, এই রূপ উত্তরোত্তর ধারানুযায়িক রীতিমত শিক্ষা করিলে ক্রমশঃ দুরূহ অংশের মর্ম্মার্থ অভ্রান্ত বোধ হইয়া থাকে, এবং মানস-শক্তিরও উত্তরোত্তর সুতীক্ষ্ণতা লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

যদ্যপি দুই তিন কিম্বা অনেক শাস্ত্র এক কালে শিক্ষা করণের অভিলাষ হয়, তবে সকলেরই অল্পাল্প পরিমাণে অভ্যাস ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এককালে অধিক পরিমাণে শিক্ষার যদি অভিলাষ করেন, তবে তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া আপনার বুদ্ধি-বৃত্তিকে কলুষিতা করিয়া রাখেন, কারণ ক্ষমতাতীত কোন বিষয়ের চেষ্টা করিলে কখন তদ্বিষয় শুভকর হইতে পারেনা, বরং অনেকানেক অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। যদি কেহ অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়া আকণ্ঠ পরিপূরণ করেন তবে তাঁহার শরীরস্থ সুস্থতা আশু বিনষ্ট হইয়া অত্যুৎকট গ্লানি যেমত উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে রোগাশক্ত হইয়া যেমন প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক কালে নানা বিষয়ের অধিকং শিক্ষার চেষ্টাকরিলে ক্রমেং বুদ্ধি-শক্তি নিস্তেজিত হইয়া অবশেষে তাঁহাদের পঠিতাপঠিত বিষয়ের কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। এই নিমিত্ত অল্পাল্প পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা করা বিদ্যার্থিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারী সুধীগণ ইহাই কহিয়াছেন।

(যথা)

জল বিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
সহেতুঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মস্যচ ধনস্যচ॥

যেহেতুক জল-বিন্দু পতন দ্বারা ঘট ক্রমেং পরিপুর্ণ হয়, এইরূপ সকল বিদ্যা ও ধর্ম্ম ও ধনের ক্রমেং বৃদ্ধি হয়।

যখন ব্যাকরণাদি নীরস শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় অন্তঃকরণের বিরক্তি ও শ্রান্তি জন্মে, তখন সেই নীরস শাস্ত্রের আলোচনায় বিরত হইয়া চিত্ত-রঞ্জক ইতিহাসাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা করা আবশ্যক, তাহা হইলে মনের সেই বিরক্তি ও শ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার নীরস শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। এক বিষয়ের নিরন্তর আলোচনা করা কদাপি কাহারও সুখ-জনক হয় না। অতএব অভ্যাস কিম্বা আলোচনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শাস্ত্রালোচনের সময় কেহ যদি পরিহাস বা সংগীত আরম্ভ করেন তবে তৎ ক্ষণাৎ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ক্ষ্যান্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ বিদ্যা মানব জাতির পরম ধন; সেই অসামান্য ধনার্জ্জনে ব্যাঘাৎ করিয়া সময় ব্যয়করা বিধিয় নহে। বিদ্যাবিহিণ ব্যক্তিরা কুত্রাপি শোভা পায়না।

(যথা)

রূপ যৌবন সম্পন্না বিশাল কুল সম্ভবাঃ।
বিদ্যা হীনা নশোভন্তে নিগন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥

রূপ যৌবন বিশিষ্ট এবং বিশাল-কুল-সম্ভূত হইলেও বিদ্যাহীন মানবেরা শোভা পান না যেমন পালাশ ফুল নিজ শরীর-সৌন্দর্য্যতা থাকাতেও গন্ধ হীন হওয়াতে শোভা পায় না।

কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তদ্বিষয়ের দৃষ্টি ও চিন্তা মাত্রই যথার্থ বোধ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া উচিৎ নহে, যে হেতুক অনায়াসেই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

অদূরদর্শি ব্যক্তি সকল স্বকল্পিত মৎকে অনায়াসে অভ্রান্ত বোধ করিয়া থাকেন, যেমন মরীচিকাদি দর্শনে ভ্রমাশক্ত মৃগাদি যথার্থ জ্ঞানে বঞ্চিত হয, এবং অস্পষ্ট-দর্শি-মানব-গণ সমীপবর্ত্তি রজ্জুদর্শনে ভুজঙ্গ বোধে ভীত হইযা তত্ত্ব জ্ঞানে বঞ্চিত হয়, সেই রূপ অল্পদর্শি-মানব-গণ অনায়াসে ভ্রম-কূপে নিমগ্ন হয়েন। অতএব সাবধান পূর্ব্বক সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

অনবকাশ, অনিচ্ছা, অথবা অশক্ততা হেতুক শাস্ত্রের কোন দুরূহাংশ পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই বিধেয নহে, সময়-বিশেষে প্রগাঢ় রূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টাকরা উচিৎ। যদি একান্ত চেষ্টাকরাতেও তদ্বিযযে কৃতকার্য্য না হয়েন, তবে তাহার যতদূর পর্য্যন্ত বিবেচনা-শক্তির প্রবেশ হয় তাহাতেই তৎকালে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকা উচিৎ। কিন্তু সময় বিশেষে যদি তিনি সুবিচক্ষণ-সুধীগণের সমক্ষে তদ্বিষয় আলোচনা করেন, তবে কখননা কখন তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যার্থি গণের অহরহ এক এক বার গণনা করা উচিৎ যে তাহারা কোন্ কোন্ বিষয় নূতন শিক্ষা করিলেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন। যদি কোন দিবসে কিঞ্চিতও নূতন শিক্ষা না হয় তবে সেই দিবস তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল বিবেচনা করা উচিৎ, তাঁহাদের এরূপ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, যে দিবস কিম্বা যে দণ্ড বিফল গত হইয়া থাকে সেই দিবস কিম্বা সেই দণ্ড ইহজন্মেও আর পুনরাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নহে, অতএব কোন সময় বৃথা ব্যয় নাকরিয়া অনবরত জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর থাকেন, ইহাই বিদ্যার্থিগণের মহৎ কার্য্য, কেননা বিদ্যোপার্জ্জনের সময় অতি অল্প।

বিদ্যার সদৃশ উত্তম বস্তু আর কিছুই নাই। এই দুর্ল্লভ বিদ্যা-ধন যদি একবার হৃদয়াগারে প্রবিষ্ট হয়, তবে সেই অক্ষয়-বিদ্যা-ধন কখনই বিনষ্ট হয় না, বরং উত্তরোত্তর যিনি যত ব্যয় করেন তাঁহার ততই বৃদ্ধি হয়, অতএব বিদ্যার সমান আর কি আছে।' সুধীগণ কহিয়াছেন।

(যথা)

সর্ব্ব দ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্য মাহু রনুত্তমং।
অহার্য্যত্বা দনর্ঘত্বা দক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা ॥

সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেহেতুক বিদ্যা রূপ ধনকে চৌরেরা অপহরণ করিতে পারেনা, এবং বিদ্যার মূল্য নাই, আর কোন কালেও ক্ষয় হয় না।

বিদ্যা-ধন ভিন্ন সামান্য ধন কখন সুখ-কর হয় না, ধনী ব্যক্তি সকল সর্ব্বদা ভয়-গ্রস্ত থাকেন।

(যথা)

রাজতঃ শলিলা দগ্নে শ্চোরতঃ কুজনাদপি।
ভয় মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণ ভৃতা মিব ॥

রাজা হইতে এবং জল হইতে এবং অগ্নি হইতে এবং চৌর হইতে এবং খল হইতে ধনী ব্যক্তিদের সর্ব্বদা ভয়, যেমন মৃত্যু হইতে প্রাণীদের সর্ব্বদা ভয়।

অতএব সুখী হইবার নিমিত্ত মানবগণের অবিচলিত-চিত্তে বিদ্যোপার্জ্জনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিদ্বান ব্যক্তি কখন

কাহারও সমীপে অনাদৃত হয়েন না, যদি কখন কোন কালে অজ্ঞ-লোক সমীপে অনাদৃত হয়েন তথাপি তিনি নিজ-বিদ্যা-বলে পুনরাদরণীয় হইতে পারেন, তাহার শংসয় নাই।

অতএব হে প্রিয় চন্দ্রচূড়! মনোভি নিবেশ পুরঃসর শ্রবণ কর। তুমি আপনার বুদ্ধিরূপ অস্ত্রকে শাস্ত্রস্বরূপ শানে নিরন্তর ঘর্ষণ করত সুতীক্ষ্ণ করিয়া রাখিবে, এমৎ পরিষ্কৃত বুদ্ধি যাহার নাই তাহার বুদ্ধি থাকাতেও লোকে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলেনা, যাহার এতাদৃশী বুদ্ধি সেই বুদ্ধিমান্।

বুদ্ধি তিন প্রকার, উত্তমা, মধ্যমা, অধমা। কিন্তু তৈলবৎ যে বুদ্ধি সে উত্তমা, যেমন তৈল-বিন্দু জলের এক দেশে স্পর্শ মাত্রই তাবৎ দেশে ব্যাপিয়া থাকে তেমনি শাস্ত্র-শানিতা যে বুদ্ধি সে কোন বিষয়ের একাংশ স্পর্শ মাত্রই তদন্তর্গত তাবৎ মর্ম্মার্থ জ্ঞান করাইতে পারে।

সূচিকাবৎ যে বুদ্ধি সে মধ্যমা। যেমত সূচিকা চর্ম্ম অথবা বস্ত্রের এক দেশেতে নিয়োজিতা হইলে সেই স্থান মাত্রই বিদ্ধকরণে শক্ত হয়, সেই প্রকার শাস্ত্রেতে অনালোচিতা যে বুদ্ধি সে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়।

শিলাবৎ যে স্থূলা বুদ্ধি সে অধমা। যেমন প্রস্তর-খণ্ড কোন বিষয়ে নিযোজিত হইলে সেই বিষয় একবারেই উচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রে অস্পর্শিতা যে বুদ্ধি সে নানা বিষয়ে নানা অমঙ্গল উৎপাদন করে। অতএব তুমি বিষয় কার্য্যে বা রাজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও সময় বিশেষে সজ্জনের সহিত সৎকথা ও সচ্ছাস্ত্র চর্চা করিতে কিছু সময় ব্যয় করিবে, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও অভদ্র ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেক না, এবং দয়া প্রীতি বিনয় প্রভৃতি সমুদায়ই তোমার হৃদয়াগারে চিরবাসিত হইয়া থাকিবেক।

যদি তুমি রাজকীয় অথবা সাংসারিক কার্য্যে অতিমাত্র ব্যগ্র থাক তথাপি সম্ভ্রম পূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তিকে অভয়

প্রদান করিতে কখন ত্রুটি করিবানা। শরণাগত মানব গণের মনোরথ পরিপূরণ করা যে রূপ পুণ্য এমৎ পুণ্য-সঞ্চয় কোন কার্য্য বা কোন বস্তু দান করিলেও হইতে পারে না। নীতি-শাস্ত্রে ইহার ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন।

(যথা)

শ্লাঘ্যঃ সএকো ভুবি মানবানাং, সউত্তমঃ সৎ পুরুষঃ সধন্যঃ। যস্যার্থিনোবা শরণাগতোবা, নাশা বিভঙ্গা বিমুখাঃ প্রযান্তি॥

পৃথিবীতে মনুষ্যদের মধ্যে কেবল সেই প্রতিষ্ঠিত, সেই মহৎ, সেই সৎপুরুষ, ও সেই ধন্য, যাহার নিকটে যাচকেরা এবং শরণাপন্ন লোকেরা নিরাশ হইয়া বিমুখ হইয়া যায় না।

কিন্তু যে স্থলে কার্য্য করণে মনন করিবে, অগ্রে তাহার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইবে। সহসা কোন বিষয় সম্পাদনে ব্যস্ত হইবে না, কারণ অবিবেচিত কার্য্য করণে প্রবর্ত্ত হইলে অনায়াসে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরিশুদ্ধ বিবেচনা দ্বারা যখন যে কার্য্য নিতান্ত শুভ-কর বোধ হইবে, তখন তৎকার্য্য সম্পাদনে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না, যে হেতুক শ্রেয়ঃ কর্ম্মে নানা প্রকার বিঘ্নপাৎ হয়।

শরীরের সুস্থ রক্ষার্থ একান্ত যত্নবান্ থাকিবে। শরীর ধর্ম্ম-মূলক, শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মোপার্জ্জন ও ধর্ম্ম-সঞ্চয় কদাপি হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ এই কয়েকটী নিয়ম অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইদানী কোনং ব্যক্তির শরীর রোগাশক্ত ও শীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল জগদীশ্বরের অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করার ফল।

পর্য্যাপ্ত রূপে বিহিত দ্রব্য ভোজন, পরিস্কৃত গৃহে নিরন্তর বাস, সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা বিবর্জ্জন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, অহরহ পরিমিত অঙ্গ সঞ্চালন, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ, এই সমস্ত কার্য্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সাধন। অতএব তুমি এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনে তৎপর থাকিয়া স্বানুষ্ঠিত কর্ত্তব্য বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধনে কখন ত্রুটি করিওনা।

অহরহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া জগৎকারণিক জগদীশ্বরের অচিন্ত্য-মহিমা সন্দর্শনে প্রফুল্লিত হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরে মনো-নিবেশ করিবে। এবং নিরন্তর অখিল-মঙ্গলাধার, সর্ব্বব্যাপি, নিরাধার, অসীম-শক্তি সারাৎসার সেই একমাত্র বিশ্বকারির চিন্তায় সচিন্তিত থাকিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করণে সত্বর হইবে। তাঁহাকে নিমিশার্দ্ধ কালের নিমিত্তেও বিস্মরণ হইবে না।

হে প্রিয়তম চন্দ্রচূড়! তোমাকে সংক্ষেপে যেসকল বিষয় কহিলাম এই নিয়মানুযায়িক তুমি সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে তৎপর থাকিবে ইহাতে তোমার কস্মিন্ কালেও অশুভ ঘটনা হইবেক না, বরং তুমি উত্তরোত্তর নানা প্রকার কুশললাভ করিয়া ইহকালে ও পরকালে পবিত্র-সুখ-ভাজন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এইপ্রকার নৃপতনয় চন্দ্রচূড়কে চরিতার্থ করিয়া বহু-মান গ্রহণ পূর্ব্বক সুধীবর মাধবাচার্য্য স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত॥